শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী
ও
জামালউদ্দীন আফগানী

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্লভী
ও
জামালউদ্দীন আফগানী

বাংলার মুসলিম জাগরণে দুই পথিকৃৎ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী
ও
জামালউদ্দীন আফগানী

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলার মুসলিম জাগরণে দুই পথিকৃৎ

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্লভী
ও
জামালউদ্দীন আফগানী

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

বাংলার মুসলিম জাগরণে দুই পথিকৃৎ : শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্লভী ও জামালউদ্দীন আফগানী ❖ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, স্যুট ৮বি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭১১৫২৯২৬৬, ০১৫২৩৮৮৪২৩ ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস : কামিয়াব কম্পিউটার ❖ মুদ্রণ : কালারমাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

নির্ধারিত মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 55 9

www.pathagar.com

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও
জামালউদ্দীন আফগানীর
রূহানী উত্তরপুরুষ
কুড়ি শতকের ইসলামী রেনেসাঁর
অন্তরালবর্তী কর্মবীর
আমার সাংবাদিকতার প্রথম শিক্ষক
আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব-এর
দস্ত মুবারকে

www.pathagar.com

ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহকে ইসলামী আদর্শের মূলধারায় পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে যুগে যুগে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। ইসলামের আলোকে যুগের চাহিদা পূরণের জন্য গবেষণা বা ইজতিহাদ পরিচালনা, সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, চিন্তার পরিশুদ্ধি, ইসলামী নেতৃত্ব তৈরি প্রভৃতি ছিল এসব আন্দোলনের লক্ষ্য।

এ পথে যুগে যুগে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে জাফর সাদিক (৬৯৯-৭৬৫), আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭), মালিক বিন আনাস (৭১১-৭৯৬), শাফিয়ী (৭৬৭-৮২০), আহমদ ইবনে হাম্বল (৭৮০-৮৫৫), গাযযালী (১০৫৮-১১১১), ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮), ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬), শায়খ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফিসানী (১৫৬৪-১৬২৪), শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬৩), মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২), শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (১৭৪৬-১৮২৩), হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৩৯), সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (১৭৮৬-১৮৩১), শাহ ইসমাঈল শহীদ (১৭৮২-১৮৩১), সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানি (১৮৩৯-১৮৯৭), আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৭), সাইয়েদ বদিউজ্জামান নূরসী (১৮৭৩-১৯৬০), সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯), হাসানুল বান্না শহীদ (১৯০৬-১৯৪৯), সাইয়েদ কুতুব শহীদ (১৯০৬-১৯৬৬), আলী শরীয়তী (১৯৩৩-১৯৭৭) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির ঘুম থেকে মুসলমানদেরকে জাগিয়ে তুলে রেনেসাঁর পথে পরিচালিত করতে এসব যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষ বিভিন্ন সময়ে ভূমিকা পালন করেছেন।

মধ্যযুগে পশ্চিমা দুনিয়া যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রাচ্য ছিল তখন ইসলামের আলোকপ্রভায় উদ্ভাসিত। বিশ্বজনীন ও চিরন্তন ইসলাম সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে মাত্র এক শ' বছরের মধ্যে অর্ধপৃথিবীতে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বস্তুগত উৎকর্ষের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। চৌদ্দ ও ষোল শতকে ইউরোপে যে রেনেসাঁ সৃষ্টি হয়, তার পেছনে ছিল মুসলিম বিশ্বের মধ্যযুগীয় সাফল্যেরই প্রেরণা।

টমাস কার্লাইল, এইচ জি ওয়েলস, ফন ক্রেমার, জর্জ বার্নার্ডশ, ফিলিপ কে হিট্টি, উইলিয়াম ড্রেপার, এডওয়ার্ড গিবন, এইচ আর গিব, আর্নল্ড টয়েনবিসহ বহুসংখ্যক পশ্চিমা পণ্ডিত এবং প্রাচ্যের এম এন রায়সহ বহু গবেষক বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের এ অবদানের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের অনেকে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতৃত্ব গ্রহণে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্ষেত্রে আলোকিত মধ্যযুগে যে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন, আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ছিল তার ভিত্তি ও জীবনধারা। পরবর্তীতে ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনবিধানের প্রধান উৎস আল কুরআনের শিক্ষার সাথে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্পর্কও ছিন্ন হয়। এর ফলে উদ্ভূত নানা অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে এবং বাহ্যিক আগ্রাসনের শিকার হয়ে মুসলমানগণ সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকাশে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা হারান। আদর্শচ্যুত মুসলমানদের এমনি অসংহত, ক্ষয়িষ্ণু ও বিক্ষিপ্ত অবস্থার মধ্যেই তেরো শতকের মধ্যভাগে বাগদাদ ও মধ্য এশিয়া হালাকু খানের হাতে ধ্বংস হয়। বাগদাদের পর কর্ডোভা, দিল্লি, ইস্তাম্বুল ক্রমশ পতনের সম্মুখীন হয়। মুসলমানদের এ সকল কেন্দ্রের পতন ইসলামের পতন ছিল না। এটা ছিল কুরআন-সুন্নাহ্‌বিচ্যুত, সম্বিতহারা, দিকভ্রান্ত মুসলমানদের পতন।

চৌদ্দ ও ষোল শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর পশ্চিমা নবোদ্ভূত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি এবং কুরআন-সুন্নাহর প্রভাবমুক্ত বিকৃত আদর্শের প্রসার ঘটাতে সমর্থ হয়। মুসলমানগণ ইসলামের উদার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বা উম্মাহ-চেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা ভৌগোলিক জাতীয়তার ধারণার কাছে এবং ইসলামপরিপন্থী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম ও সাহসের ঐতিহ্য ভুলে তাঁরা ভোগবাদী জীবনধারায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। দেশে দেশে মুসলিম শাসকগণ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি মুকাবিলা করে মুসলিম জাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে যেসব যুগসংস্কারক মনীষী আবির্ভূত হন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও জামালউদ্দীন আফগানি ছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬৩) ছিলেন আঠারো শতকের মুজাদ্দিদ। আর জামালউদ্দীন আফগানি সংস্কারক ছিলেন উনিশ শতকের। বিশ্বের মুসলিম অঞ্চলসমূহে কুড়ি শতকের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার সফলতার পেছনে রয়েছে এ দুই মনীষীর প্রেরণা ও দিকনির্দেশনা। বিশ্বব্যাপী কুড়ি শতকের মুসলমানদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণে এ দুই চিন্তানায়ক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন।

একবিংশ শতাব্দীতে ক্রুসেডের পতাকাধারী বিশ্বমোড়লগণ ইসলাম ও তার অনুসারীদেরকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। তার মুকাবিলায় মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি সংহত করারও একটি প্রয়াস চলছে। মুসলিম যুবকরা দেশে দেশে এখন আল কুরআনকে অবলম্বন করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছেন। এ জাগরণ-মুখর সময়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও জামালউদ্দীন আফগানির জীবন ও কর্মের দিকে নযর ফেরানোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ প্রয়োজন উপলব্ধি করেই এ দুই মনীষী সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ এখানে এক মলাটের মাঝে হাজির করা হলো।

www.pathagar.com

'শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ইসলামিক সেন্টার' ২০০৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর *'শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর জীবন ও কর্ম'* শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে। সেন্টারের চেয়ারম্যান অগ্রজপ্রতিম হাফেজ মওলানা নেছারউদ্দীন আহমদের অনুরোধে *'শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী : বাংলার মুসলিম জাগরণে তাঁর প্রভাব'* শিরোনামে আমি সেমিনারের মূল প্রবন্ধটি উপস্থাপন করি। বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ ও আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি এবং ফুরফুরার পীর সাহেবসহ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান মত প্রকাশ করেন। সেমিনার উপলক্ষে সেন্টার প্রকাশিত *'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রনায়ক শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী'* শীর্ষক একটি সমৃদ্ধ স্মরণিকায় তখন এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আমি এ প্রবন্ধ লেখার অনুপ্রেরণার জন্য *শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ইসলামিক সেন্টার*-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

'জামালউদ্দিন আফগানী : নব প্রভাতের সূর্যপুরুষ' নামে ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে ৩২৮ পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করে *'দি পাইওনিয়ার'* নামে এ যুগের বুদ্ধিদীপ্ত তরুণদের একটি সংগঠন। সংকলনটির সম্পাদক তরুণ চিন্তাবিদ ও গবেষক জনাব ফাহমিদ-উর-রহমান-এর দীর্ঘ সময়ের লাগাতার পীড়াপীড়িতে তাঁর ধৈর্যের কাছে পরাস্ত হয়ে আমি জামালউদ্দীন আফগানী সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করি এবং একটি প্রবন্ধ লিখি। *'জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলামী আন্দোলন : বাংলার মুসলিম জাগরণে তার প্রভাব'* শিরোনামে উক্ত প্রবন্ধটি সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিত হওয়ার পর কেউ কেউ আমাকে আফগানীর উপর আরো বড় কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ যুগের মুসলিম জাগরণকামী তরুণদের উত্তম বন্ধু জনাব শাহ আবদুল হান্নানের মতামত আমাকে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি বন্ধুবর ফাহমিদ-উর-রহমানসহ সংশ্লিষ্ট সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও জামালউদ্দীন আফগানীকে নিয়ে বাংলা ভাষায় অনেক বড় কাজ হওয়া দরকার বলে আমি উপলব্ধি করি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ মুহূর্তে বড় কাজে হাত দেওয়ার অবকাশ আমার কম। আপাতত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও জামালউদ্দীন আফগানি সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ এক মলাটের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের তরুণদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক পথের সন্ধান করছেন, তাঁরা এ দুই মনীষীর জীবন পর্যালোচনা করে উপকৃত হবেন বলে বিশ্বাস করি।

এ কাজে যাঁরা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে পুরস্কৃত করুন এবং আমার ত্রুটি মাফ করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
ঢাকা, ১২ আগস্ট ২০০৬

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী

সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পটভূমি ১৫-১৮

দশ সম্রাটের শাসনকাল ○ জনবিচ্ছিন্ন ও নীতিহীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ○ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষয় ○ বিদেশি বণিক ও মিশনারি প্রতিপত্তি ○ বাংলার বিপদ : দিল্লির ব্যর্থতা ○ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র মানস গঠন

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র পুনর্গঠন পরিকল্পনা ১৮-২২

মূলে ফেরার তাকীদ ○ মধ্যযুগ শেষ : আধুনিক যুগে কলম হবে হাতিয়ার ○ ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠন : ইজতিহাদের পথনির্দেশ ○ আল কুরআনের তরজমা ○ কুরআন তরজমার সুদূরপ্রসারী ফল ○ 'জাহিলি রাষ্ট্র উৎখাতে বিপ্লব সমর্থনযোগ্য' ○ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের ধারণা ○ পথের নির্দেশ... ○ শাসকদের প্রতি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ○ অন্যান্যের প্রতি–

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র মৌলিক অবদান ২২-২৪

'ইসলামের ইতিহাস' ও 'মুসলমানদের ইতিহাস' এক নয় ○ 'খিলাফত' ও 'রাজতন্ত্র' দুই জিনিস ○ জাহিলি বনাম ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা ○ মাযহাব প্রশ্নে অনৈক্য মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান মৌলিক ত্রুটি ○ ইজতিহাদ ফরযে কিফায়া : নাকের দড়ি খুলতে হবে ○ ইসলামী সমাজদর্শনের ইমারত নির্মাণ ○ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র শক্তি ও সীমাবদ্ধতা : গণবিপ্লবের কর্মসূচি ○ যুগের চেয়ে অগ্রগামী ○ মারাঠা ও শিখ হামলার মুকাবিলা

উনিশ শতকের মুক্তি-সংগ্রামে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র প্রভাব ২৪-২৯

শাহ্ আবদুল আযীয : 'হিন্দুস্থানকে দারুল হারব' ঘোষণা ○ উপমহাদেশীয় মুসলিম গণবাহিনী ও জিহাদ আন্দোলন ○ ফরায়েজী আন্দোলন ○ জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা ○ তিতুমীরের জিহাদ আন্দোলন ○ সিপাহি বিপ্লবে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র বিপ্লবী ভাবধারার প্রভাব ○ দেওবন্দ মাদারাসা প্রতিষ্ঠা ○ চেতনার বাতিঘর

দ্বিতীয় অধ্যায়

জামালউদ্দীন আফগানী

শতাব্দীর সংকট ও আফগানীর আবির্ভাব ৩৩-৩৭

আদর্শের পতাকা ও ঐক্যের মনযীল ○ 'ওয়াহদাত আল ইসলামিয়া' বা প্যান ইসলামী আন্দোলন ○ খিলাফতের আদর্শে দায়িত্বশীল সরকার ○ আলেমদের ভূমিকা প্রসঙ্গে ○ বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষা ○ সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে ○ আত্মবিশ্বাসের শক্তি ○ বিপরীত স্রোতের যাত্রী

www.pathagar.com

আফগানীর জীবন পরিক্রমা ৩৭-৪৬

উচ্চ শিক্ষার্থে ভারতে আগমন ও আন্দোলনের বাইআত ○ হজ্জ সফর : আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ○ আফগানিস্তানে মন্ত্রীপদে যোগদান ○ দ্বিতীয়বার ভারতে ○ মিসরে আফগানী : ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন ○ মিসর থেকে ইস্তাম্বুল : মাজলিস আল মাহরিফ ○ একশ্রেণীর আলেমের বিরোধিতা ○ মিসরে দ্বিতীয় মুদ্দত : আরবে নতুন স্বপ্নের বিস্তার ○ মিসরে সাংবাদিকতা : 'আল মিসর আশ-শারক' ○ মিসর থেকে দ্বিতীয় দফা বহিষ্কার ○ ভারতে নির্বাসিত জীবন ○ হায়দরাবাদে আফগানী : ডারউইনবাদ খণ্ডন ○ স্যার সৈয়দের নীতির সমালোচনা ○ কলকাতায় আফগানী : বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁর সূচনা ○ এ্যালবার্ট হলের ভাষণ ○ কেশবচন্দ্রের সাথে সাক্ষাৎ ○ প্যারিসে সাংবাদিকতা : 'আল উরওয়াতুল উসকা' ○ 'আল উরওয়াতুল উসকা'র প্রভাব ○ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার মুকাবিলা ○ রাশিয়ায় আফগানী : মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা আদায় ○ ইরানে আফগানী : সংস্কারের বাণী ○ ইরানের গণজাগরণ ও তামাক বিদ্রোহ ○ তুরস্কে শিকলবন্দী সিংহ

বাংলার মুসলিম জাগরণ ও আফগানী ৪৬-৬৩

জনবিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম ○ বর্ণহিন্দু রেনেসাঁ ○ মুসলিম জাগরণের পূর্বাভাস ○ নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব ○ মুহসিন ফান্ড পুনরুদ্ধার ○ চারটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ○ আদমশুমারী ও শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ○ আফগানীর কলকাতা সফরের ফল ○ বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতায় আফগানীর প্রভাব ○ 'মিহির ও সুধাকর' ○ 'দি কমরেড' ও মওলানা মোহাম্মদ আলী ○ 'আল বালাগ' ও মওলানা আবুল কালাম আজাদ ○ 'আজাদ' ও মওলানা আকরম খাঁ ○ বাংলার মুসলমানদের সাহিত্য আন্দোলনে আফগানীর প্রভাব ○ মাশহাদীর 'সমাজ ও সংস্কারক' ○ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ○ নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ○ 'আখবারে এসলামিয়া', 'হিতকরী' ও 'আহমদী' ○ আফগানীর প্রভাবে বিভিন্ন আঞ্জুমান ও সংগঠনের জন্ম ○ প্যান ইসলাম সোসাইটি অব লন্ডন ○ কুড়ি শতকের রাজনীতির মোড় পরিবর্তনে আফগানীর প্রভাব ○ আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর প্রতিক্রিয়া ○ মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্যান ইসলামী ভাবধারার প্রভাব ○ শেরে বাংলা ফজলুল হক ○ জেহাদী-ফরায়েজী-তাইয়ুনীদের ওপর প্রভাব ○ ঐক্যচেতনা ও জাগরণের প্রতীক ○ শিবলী নু'মানীর চিন্তাধারায় পরিবর্তন ○ আফগানী উনিশ শতকের মুজাদ্দিদ : ইকবাল কুড়ি শতকের মুয়াজ্জিন ○ ইকবালের মিল্লাতে ইসলামিয়া ○ আফগানী সম্পর্কে ইকবাল ○ ইকবালের অনুসারী কবিদের মাধ্যমে আফগানীর চিন্তার প্রকাশ ○ নজরুলের ওপর আফগানীর প্রভাব ○ কুড়ি শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামে আফগানীর প্রেরণা ○ মুতামার-রাবেতা-ওআইসি : আফগানীর স্বপ্নের ফসল ○ শিক্ষার ইসলামীকরণে আফগানীর প্রভাব ○ ইসলামী ব্যাংকিং ও আফগানীর ইজতিহাদ চেতনা ○ প্রচারমাধ্যম ○ কুরআনের ছায়ায়

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্লভী

www.pathagar.com

১. সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পটভূমি

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ছিলেন যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল ফাইয়্যাদ কুতুবউদ্দীন। পিতা শাহ্ আবদুর রহীম ও দাদা শাহ্ ওয়াজিহুদ্দীন ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়কার খ্যাতিমান আলেম। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন শায়খ আহমদ সরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফিসানীর (১৫৬৩-১৬২৪) ইন্তেকালের প্রায় আশি বছর পরে, দিল্লির শহরতলীতে। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১১১৪ হিজরী সনে। তিনি ছিলেন জাযিরাতুল আরবের যুগপ্রবর্তক মনীষী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদীর (১৭০৩-১৭৯২) সমসাময়িক।

১.১. দশ সম্রাটের শাসনকাল

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের মৃত্যুর চার বছর আগে এবং ইন্তেকাল করেন দিল্লির অন্ধ সম্রাট শাহ্ আলমের আমলে। ফলে তিনি দিল্লীর দশ জন সম্রাটের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। তিনি ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যের অনেক বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। সেই সাথে তাঁর চোখের সামনেই ক্রুসেডের উত্তরাধিকারী খ্রিস্টান ইউরোপ এক নতুন শক্তিরূপে মাথা তোলে। এমনি এক পরিস্থিতিতে জাতিকে কুরআনের আলোকে পথ দেখানোর কঠিন দায়িত্ব পালন করেন যামানার মুজাদ্দিদ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্।

১.২. জনবিচ্ছিন্ন ও নীতিহীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি

মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য উত্তরাধিকারীগণ শৌর্য-বীর্য হারিয়ে ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। নাদির শাহের হামলায় তাঁদের শেষ শক্তিটুকুও তখন নিঃশেষপ্রায়। মুঘল সম্রাটগণ মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। তৈমুরের এককালের বংশধরগণ আত্মরক্ষার যে শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তুলেছিলেন, অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে পড়ে সেসব দুর্গ স্বার্থশিকারী আর ভাগ্যান্বেষীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। দিল্লীর সিংহাসনের উপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে লোভী স্বার্থশিকারীদের একের পর এক ষড়যন্ত্র চলছিল।

দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট তখন কার্যত উযীর, উমরাহ ও পারিষদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। সেই আমীর-উমরাহগণও পরস্পর আত্মকলহ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িত ছিলেন। দিল্লির লাল কেল্লার বাইরে প্রত্যেক প্রদেশের সুবাহদার তখন তাঁর নিজ স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। কেন্দ্র ও সুবাহর মধ্যে চলছিল এক হতাশাজনক

www.pathagar.com

ও পীড়াদায়ক রাজনৈতিক দাবা খেলা। দিল্লির সম্রাট কখনো কোনো আমীরের প্রতিপত্তির কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন, আবার কখনো কারো তোষামোদে গলে গিয়ে তাকে সুবাহ্দারী মনযূর করছিলেন।

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য তখন কার্যত খণ্ড-বিখণ্ড। কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন শাসকগণ ছিলেন আত্মকলহে লিপ্ত। এককথায় সাম্রাজ্যের রাজনীতি এ সময় হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি গণবিচ্ছিন্ন এবং নীতিবিবর্জিত। শাসক সমাজ ও আমীর-উমরাহ্ এবং রাজানুকূল্য লাভকারী মুসলিম ধনিকশ্রেণীর মধ্যে চরম বিলাসিতা, নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বীর্যতা বাসা বেঁধেছিল। মদ্যপান, সংস্কৃতির নামে বাইজীচর্চাসহ নানা চারিত্রিক স্খলন ও অবক্ষয় সমাজের উচ্চশ্রেণীকে নৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলেছিল। আঠারো শতকের মুসলিমসমাজে দিল্লি থেকে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, সোনারগাঁও কিংবা চট্টগ্রাম সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজ করছিল।

১.৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষয়

সমকালীন সাধারণ মুসলিম সমাজের নৈতিক, তামুদ্দুনিক ও সামাজিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, নৈতিক ও বৃত্তি ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সার্বিক বিপর্যয়। আঠারো শতকের মুসলিম সমাজে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শের পরিবর্তে শিরক, বিদআত, হিন্দু-মিথ প্রভাবিত সুফীতত্ত্ব, দীন ও শরীআতের পরিপন্থী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রাধান্য লাভ করেছিল। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ বৈপ্লবিক আদর্শ এবং শান্তি ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ এবং এটিই যে সভ্যতা নির্মাণ ও হিফাযতের মৌল উপাদান, সে ধারণা সমাজ থেকে প্রায় লোপ পেয়েছিল।

আলেমগণ কুরআন-হাদীসের চর্চা বাদ দিয়ে ফিক্হের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত ছিলেন। মুসলমানগণ তাদের জীবন থেকে সংগ্রামকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের প্রেরণা লোপ পেয়েছিল। জিহাদের প্রেরণা ভুলে তারা হয়ে পড়েছিল নিছক ভাড়াটিয়া বা চাকুরে।

এ পরিস্থিতির মুকাবিলায় মুসলিম জাতির শিক্ষা এবং দীনী ও নৈতিক উন্নয়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা বা ফুরসত কোনোটাই আলমগীর-এর উত্তরাধিকারী সম্রাট এবং তৎকালীন সুবাহ্দারদের ছিল না। বংশীয় শাসন ও গদি রক্ষার কাজেই তাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল।

১.৪. বিদেশি বণিক ও মিশনারি প্রতিপত্তি

মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা ও অসচেতনতার সুযোগে সে সময় বাংলায় ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের মিশনারি তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তারা এখানে খ্রিস্টধর্মের ব্যাপক প্রচার শুরু

www.pathagar.com

করে। হুগলী, ঢাকা, শ্রীপুর ও পিপলীতে কেন্দ্র স্থাপন করে তারা হাজার হাজার মুসলমান ও হিন্দুকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে। স্থানীয় মুঘল শাসকগণ এতে বাধা দেননি; বরং আলেমদের দুর্বল প্রতিরোধের মুকাবিলায় এই শাসকরা মিশনারিদেরকেই সাহায্য করেছেন।

এমনি পরিস্থিতিতে বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের উপকূল এলাকায় ইংরেজদের বাণিজ্যিক কুঠিগুলো অস্ত্রাগার ও কেল্লায় পরিণত হচ্ছিল। ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের সাথে পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ বণিকদের দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলে। পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে বিতাড়িত করার পর ইংরেজরা এ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার দিকে নযর ফেরায়। দেশের ভেতরকার অনৈক্যের সুযোগ তারা পুরোপুরি কাজে লাগায়। হিন্দুস্থানের কোনো প্রদেশে ক্ষমতার দুই দাবিদারের মধ্যে লড়াই বাধলে সাহায্যের জন্য এক পক্ষ হাত পাততেন ইংরেজদের কাছে, অপরজন ধরনা দিতেন ফরাসিদের কাছে।

১.৫. বাংলার বিপদ : দিল্লির ব্যর্থতা

একদিকে শাসকরা দুর্বল ও অযোগ্য আর রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে মারাঠা ও শিখরা তখন মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছিল। তার পাশাপাশি ক্ষাত্র-শক্তিহীন, অপেক্ষাকৃত নিরীহ অথচ ষড়যন্ত্রপটু বর্ণ-হিন্দু বেনিয়া ও শেঠরা এই সুযোগ কাজে লাগানোর মওকা খুঁজছিল। এই শ্রেণীটির মুসলিমবিদ্বেষ, লোভ ও ষড়যন্ত্র ইংরেজদেরকে তাদের লক্ষ্য হাসিলে উৎসাহী, সাহসী ও বেপরোয়া করে তোলে। তারা সাম্রাজ্য গড়ার রাজনীতির দিকে অগ্রসর হয়। তার প্রথম শিকার হয় সুবাহ বাংলা বা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা। ইংরেজ-ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি আঠারো শতকের শেষার্ধে এ এলাকায় প্রথমে অর্থনৈতিক এবং এরপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দখল করে।

বাংলার মুসলিম শাসনের সাথে দিল্লির সালতানাত শত শত বছর গভীরভাবে জড়িত ছিল। বাংলায় মুসলিম শাসন অবসানের পরও আরো নব্বই বছর দিল্লিতে মুসলিম শাসন চালু ছিল। কিন্তু বাংলার বিপদে দিল্লির দুর্বল শাসকরা কার্যকর কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারেননি।

১.৬. শাহ ওয়ালিউল্লাহর মানস গঠন

উপমহাদেশের মুসলমানদের সার্বিক বিপর্যয়ের এমনি এক পটভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী। মুজাদ্দিদে আলফিসানীর বিশিষ্ট খলীফা শাহ আদম বিন্নৌরীসহ বহু বিশিষ্ট আলেমের কাছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, উসূল, মানতিক, কালাম, তাসাউফ, চিকিৎসা, দর্শন, জ্যামিতি ইত্যাদি বিদ্যায়ও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

www.pathagar.com

এরপর তিনি দিল্লিতে তাঁর পিতার স্থাপিত মাদরাসা-ই-রহীমিয়ায় দীর্ঘ বারো বছর অধ্যাপনা করেন।

তিনি হাদীসের ইতিহাস, হাদীসের যথার্থতা যাচাইপদ্ধতি ও ব্যাখ্যা এবং কুরআনের সাথে হাদীসের সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ১৭৩০ সালে হিজাজ গমন করেন। মক্কায় হজ্জ সমাপনের পর তিনি এক বছর মুসলিম জাহানের নেতৃস্থানীয় আলেম ও চিন্তানায়কদের সাথে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে মত বিনিময় করেন। হিজাজে তিনি শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে শায়খ আবূ তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম কুরদী মাদানী ও শায়খ সুলায়মান মালিকের কাছে হাদীস বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। এছাড়া তিনি শায়খ তাজউদ্দীন হানাফী, মুফতী-ই-মক্কা শায়খ আলাবী প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

এভাবে তিন বছর হিজাজে শিক্ষা সফরের মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের ব্যাপারে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। ১৭৩৩ সালে দ্বিতীয়বার হজ্জ সম্পন্ন করে তিনি দেশে রওয়ানা হন এবং ছয় মাস পর দিল্লি পৌঁছেন। এরপর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহর চিন্তা ও কর্মের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো দূর করার ব্যাপারে তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন।

২. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র পুনর্গঠন পরিকল্পনা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ছিলেন সমকালীনতার প্রভাবমুক্ত একজন যুগোত্তীর্ণ চিন্তানায়ক। এ মনীষী সমসাময়িক মতবাদসমূহের বিভ্রান্তির উর্ধ্বে থেকে নিজের মুক্ত চিন্তা ও বিচার-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে উম্মাহর প্রধান দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেন। সমালোচনার মাধ্যমে শত বছরের বিভ্রান্তির জাল ছিন্ন করে উম্মাহর বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং চিন্তা ও গবেষণার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সমালোচনার মাধ্যমে উম্মাহর মৌলিক গলদগুলোকে স্পষ্ট করে তোলেন এবং জাতির চিন্তার পুনর্গঠনে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন।

২.১. মূলে ফেরার তাকীদ

এ মনীষী উপলব্ধি করেন যে, ইসলামের মূল সত্য থেকে বিচ্যুতিই মুসলমানদের পতনের কারণ। তিনি ইসলামী আদর্শ, ভাবধারা ও জীবনবিধানের ভিত্তিতে মুসলিমসমাজ পুনর্গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পূর্ণ ইসলামী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মুসলমানদের চিন্তার সংশোধন ও পরিশুদ্ধির কাজে হাত দেন। মুসলিম শাসক, আমীর-উমরাহ, সৈনিক, আলেম, সুফী, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী তথা সকল স্তর ও পেশার মানুষকে তিনি ইসলামের সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, শিক্ষা, চরিত্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও

www.pathagar.com

রাজনীতিকে সকল প্রকার অনৈসলামী প্রভাবের ঊর্ধ্বে কুরআন-হাদীসের আলোকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমেই বিপর্যয় রোধ সম্ভব বলে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন।

২.২. মধ্যযুগ শেষ : আধুনিক যুগে কলম হবে হাতিয়ার

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অনুধ্যান এবং সাধনায় এতটা দূরদর্শী হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁর সময়েই যুগের একটি বিভাজন ঘটছে– এটা তিনি উপলব্ধি করেন। তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন, মধ্যযুগের অবসান হয়েছে এবং আধুনিক যুগের শুরু হতে যাচ্ছে। এখন শুধু তলোয়ারের মাধ্যমে নয়, কলমের সাহায্যে মুকাবিলার কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। তাঁর এ দূরদৃষ্টিই তাঁকে আধুনিক যুগের প্রবক্তা হিসেবে এবং একজন সাচ্চা কলমসৈনিক হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

২.৩. ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠন : ইজতিহাদের পথনির্দেশ

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ তাঁর কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তার পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের মাযহাবী বিরোধ দূর করার পথ নির্দেশ করেন। ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন এবং ইজতিহাদকে সকল যুগের জন্য ফরযে কিফায়া বলে উল্লেখ করেন। ইজতিহাদের নিয়ম-বিধান ও শর্তাবলি রচনা করে এ ক্ষেত্রে তিনি একটি শৃঙ্খলার পথনির্দেশ দান করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআনের জীবনব্যবস্থা ও ইসলামী জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইসলামের নৈতিক, তামুদ্দুনিক ও আইনগত ব্যবস্থাকে তিনি লিখিত আকারে পেশ করার উদ্যোগ নেন।

২.৪. আল কুরআনের তরজমা

'*হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*', '*ইযালাতুল খিফা*' প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ছাড়াও কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য তিনি তখনকার সামাজিক ও সরকারি ভাষা ফারসিতে আল কুরআন তরজমা করেন। পবিত্র কুরআন মাজীদের এ তরজমা ছিল এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। সমকালীন আলেমগণ অন্য ভাষায় কুরআনের তরজমা করা সমর্থন করতেন না, সে বিভ্রান্তির দেয়াল ভেঙে আল কুরআনের তরজমার মাধ্যমে তিনি ওহীর জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার ব্যবস্থা করেন।

২.৫. কুরআন তরজমার সুদূরপ্রসারী ফল

এ তরজমাকর্মের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ফারসি ভাষায় কুরআন অধ্যয়নের সুযোগেই বহু লোক সরাসরি আল কুরআন থেকে ইসলামের মর্মবাণী উপলব্ধি করার সুযোগ পান। এর পথ ধরেই মাওলানা নাইমউদ্দীনসহ অনেকে বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা করেন। প্রতিবেশী সমাজেও এর প্রভাব পড়ে। ভারতে ব্রাহ্মধর্ম নামে

www.pathagar.com

একেশ্বরবাদী একটি ধর্মের বিকাশ ঘটে। এ ধর্মের অনুসারী তদানীন্তন ঢাকা জেলার ভাই গিরিশচন্দ্রসহ অনেকে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র পথ ধরেই ফারসি ভাষা থেকে আল কুরআনকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র পথ ধরেই আমাদের দেশে আল কুরআন তরজমা ও তাফসীরের ধারা বিকশিত হয়।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ হাদীসের প্রথম সংকলিত গ্রন্থ *'মুয়াত্তা ইমাম মালিক'*-এর তরজমা করেন এবং তাতে টীকা সংযোজন করেন। এভাবে কুরআন-হাদীসের শিক্ষাপদ্ধতিতে তিনি ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রগণের চেষ্টায় এ দেশে কুরআন ও হাদীস চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

২.৬. 'জাহিলি রাষ্ট্র উৎখাতে বিপ্লব সমর্থনযোগ্য'

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ পারিবারিক জীবন, সংগঠন, সামাজিক রীতি-নীতি, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, করব্যবস্থা, দেশ শাসন, সামরিক সংগঠন প্রভৃতি দিক নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সমাজসভ্যতার বিপর্যয় ও বিকৃতির কারণসমূহের উপর তিনি গভীরভাবে আলোকপাত করেন। তিনি ইসলাম ও জাহিলিয়াতের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের একটা ধারণাও পেশ করতে সক্ষম হন। তিনি খিলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। জাহিলি রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের পার্থক্যকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরে তিনি যুক্তি দেন যে, জাহিলি রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত কোনো ঈমানদারের পক্ষেই নিশ্চেষ্ট বসে থাকা সম্ভব নয়।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম নয় বরং বস্তুনিষ্ঠ ও মূলানুগভাবে বিপ্লবী আদর্শরূপেই পেশ করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো বিপ্লব দেখা দিলে তা সমর্থনযোগ্য। বিশ্বমানবতার কল্যাণে ইসলামের বাণী প্রচারের পথে যেকোনো বাধার বিরুদ্ধে সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগ সঙ্গত বলে তিনি মনে করতেন। কারণ, বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্রতর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত।

২.৭. ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের ধারণা

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ আদর্শ সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হওয়া উচিত। মক্কা শরীফই এ কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত স্থান। এভাবেই তিনি জামালউদ্দীন আফগানীর অনেক ইসলামী উম্মাহ চেতনা বা প্যান ইসলামী ধারণার বীজও বপন করেন।

পরবর্তীতে জামালউদ্দীন আফগানী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রমুখ তাঁর এ ধারার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

২.৮. পথের নির্দেশ...

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ তাঁর *'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সমাজসভ্যতার বিপর্যয়ের কারণগুলো চিহ্নিত করে লিখেছেন :

> 'কোনো মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার বিকাশধারা অব্যাহত থাকলে তাদের শিল্পকলা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। তারপর শাসকগোষ্ঠী ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ঐশ্বর্যের মোহে আচ্ছন্ন জীবনকে বেছে নিলে সেই আয়েশি জীবনের বোঝা তারা শ্রমিকশ্রেণীর উপর চাপায়। ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। গোটা সমাজজীবনের নৈতিক কাঠামো তখনই বিপর্যস্ত হয়, যখন তাকে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। মানুষ তখন রুযি-রুটির জন্য পশুর মতো কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। এ চরম নির্যাতন ও অর্থনৈতিক দুর্ভোগের অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পথের নির্দেশ আসে। অর্থাৎ, স্রষ্টা নিজেই বিপ্লবের আয়োজন করেন। জনগণের বুকের উপর থেকে বেআইনি শাসকচক্রের জগদ্দল পাথর অপসারণের ব্যবস্থাও তিনি করেন। রোমান ও পারসিক শাসকগোষ্ঠী সে জুলুমবাজির পথেই এগিয়েছিল। তাদের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার যোগান দিতে গিয়ে জনসাধারণকে পশুর স্তরে নেমে যেতে হয়েছিল। এ জুলুমশাহীর প্রতিকারের জন্যই আরবের জনগণের মধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে পাঠানো হয়। মিসরে ফিরাউন বা ফারাওদের ধ্বংস এবং রোম ও পারস্যসম্রাটের পতন এ নীতি অনুসারে নবুওয়াতির আনুষঙ্গিক কর্তব্যরূপে তামিল হয়েছে।'

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ উপলব্ধি করেন যে, দিল্লির সম্রাট ও আমীর ওমরাহ এবং হিন্দুস্থানের অন্যান্য শাসকের নৈতিক দেউলিয়াত্ব পারস্য ও রোমসম্রাটদের কাছাকাছি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল।

২.৯. শাসকদের প্রতি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্

আঠারো শতকের মুসলিম সমাজের মূল ত্রুটিগুলোকে চিহ্নিত করে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সমকালীন শাসক ও আমীর-ওমরাহগণকে সম্বোধন করে তাঁর 'তাফহীমাতে ইলাহিয়া' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

> 'তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নেই? ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের সন্ধানে লিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষকে তোমরা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত করে দিয়েছ। প্রকাশ্যে শরাব পান করা হচ্ছে; অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছ না! প্রকাশ্যে যিনা, জুয়া ও শরাব পানের আড্ডা চালু রয়েছে; অথচ তোমরা এর প্রতিরোধে অগ্রসর হচ্ছ না.... তোমরা নানা রকম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করছ, স্ত্রীদের মান-অভিমান ভঞ্জন আর প্রাসাদ ও পোশাকের বিলাসিতার মধ্যে তোমরা ডুবে রয়েছ!'

www.pathagar.com

২.১০. অন্যান্যের প্রতি–

একইভাবে তিনি আলেম-ওলামা, ওয়ায়েয, বংশানুক্রমিক পীর, খানকার দরবেশ, পেশাদার সৈনিক, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষকে আলাদা ও মিলিতভাবে সম্বোধন করেন তাদের জীবনকে বিচ্যুতি ও বিকৃতি মুক্ত করে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে তোলার আহ্বান জানান।

৩. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর মৌলিক অবদান

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর বহুমুখী অবদানের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

৩.১. 'ইসলামের ইতিহাস' ও 'মুসলমানদের ইতিহাস' এক নয়

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাসের সূক্ষ্ম প্রভেদ রেখাটি উম্মাহর সামনে স্পষ্ট করে তোলেন। তিনিই প্রথম এটা দেখান যে, ইসলামের ইতিহাস' ও 'মুসলমানদের ইতিহাস' মূলত এক নয়।

৩.২. 'খিলাফত' ও 'রাজতন্ত্র' দুই জিনিস

খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার নীতিগত ও পারিভাষিক পার্থক্যকে তিনি হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি সমকালীন রাজতান্ত্রিক সরকারকে অগ্নি-উপাসকদের সরকারের সাথে তুলনা করে বলেন, 'এ দুই সরকারের মধ্যে কেবলমাত্র এই পার্থক্য দেখা যায় যে, মুসলিম রাজতন্ত্রী সরকারের লোকেরা নামায পড়ে, মুখে কালেমা উচ্চারণ করে।'

৩.৩. জাহিলি বনাম ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা

তিনি জাহিলি রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যকার পার্থক্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। জাহিলি রাষ্ট্র খতম করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য দায়িত্ব সম্পর্কেও তিনি উম্মাহকে সতর্ক ও সচেতন করার চেষ্টা করেন।

৩.৪. মাযহাব প্রশ্নে অনৈক্য মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান মৌলিক ক্রটি

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মাযহাব প্রশ্নে অনৈক্যকে সমকালীন মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৌলিক ক্রটি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, সিরীয় (উমাইয়া) শাসকদের পতনকাল পর্যন্ত কেউ নিজেকে হানাফী বা শাফিয়ী বলে দাবি করতেন না; বরং তাঁরা সবাই নিজ নিজ ইমাম ও শিক্ষকদের দেখানো পদ্ধতিতে শরীয়তের প্রমাণ গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইরাকি (আব্বাসীয়) শাসকদের সময় থেকে প্রত্যেকেই নিজের জন্য একটি মাযহাবী পরিচয় নির্দিষ্ট করে নেয়। তারা নিজ মাযহাবের নেতাদের অনুমোদনকে কুরআন ও সুন্নাহর দলিলের ওপর প্রাধান্য দেন।

www.pathagar.com

তুর্কি (উসমানীয়) শাসনামলে লোকেরা বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা নিজ নিজ ফিক্‌হভিত্তিক মাযহাব থেকে যাকিছু স্মরণ করতে পারে, সেটাকেই দীন হিসেবে গ্রহণ করে। আগে যেসব বিষয় কুরআন ও হাদীসের উৎস থেকে উদ্ভূত মাযহাব ছিল, এখন তা-ই স্থায়ী সুন্নাতে পরিণত হয়।

৩.৫. ইজতিহাদ ফরযে কিফায়া : নাকের দড়ি খুলতে হবে

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইজতিহাদের গুরুত্বের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের যামানার নির্বোধ ব্যক্তিরা ইজতিহাদের নামে ক্ষেপে ওঠেন। এদের নাকে উটের মতো দড়ি বাঁধা আছে। এরা জানে না, কোন্ দিকে যাচ্ছে। শাহ সাহেব ইজতিহাদকে সকল যুগের জন্য ফরযে কিফায়া হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

৩.৬. ইসলামী সমাজদর্শনের ইমারত নির্মাণ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইসলামের সমগ্র চিন্তা, নৈতিক ব্যবস্থা, তামুদ্দুনিক ব্যবস্থা ও শরীয়ত লিপিবদ্ধ আকারে পেশ করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে ইসলামী দর্শন লিপিবদ্ধ করার ভিত্তি স্থাপন করেন। নৈতিক দর্শনের উপর তিনি একটি সমাজ দর্শনের ইমারত নির্মাণ করেন।

৩.৭. শাহ ওয়ালিউল্লাহর শক্তি ও সীমাবদ্ধতা : গণবিপ্লবের কর্মসূচি

সমালোচনা ও চিন্তার পুনর্গঠন– এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। সংশোধনের বাস্তব কার্যক্রম পরিচালনা বা সঠিক ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কোনো সক্রিয় সংগঠন গড়ে তোলা এবং আন্দোলন পরিচালনার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। তবে সে প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ভারতের তদানীন্তন সরকারের পরিবর্তে নতুন একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি কাজ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি উপমহাদেশভিত্তিক ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় সামগ্রিক একটি ইসলামী আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছেন এবং এজন্য তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় দীর্ঘমেয়াদী গণবিপ্লবের কর্মসূচি পেশ করেছেন। আল কুরআনের ফারসি তরজমা '*ফতহুর রহমান*'-এর টীকায় তাঁর এ কর্মসূচি অধিকতর স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে।

৩.৮. যুগের চেয়ে অগ্রগামী

শাহ ওয়ালিউল্লাহ সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেন :

> 'একদিকে তাঁর যমানা ও পরিবেশ এবং অন্যদিকে তাঁর কার্যাবলিকে সামনে রাখলে মানুষ হতবাক হয়ে যায় যে, সে সুগে এমন গভীর দৃষ্টি, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্বের জন্ম কেমন করে সম্ভব হলো!... সে অন্ধকার যুগে শিক্ষা লাভ করে এ মাপের একজন মুক্ত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তানায়ক ও ভাষ্যকার জনসমক্ষে আবির্ভূত হলেন, যিনি যমানা ও পরিবেশের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করেন, আচ্ছন্ন ও স্থবির জ্ঞান ও শতাব্দীর জমাটবাঁধা বিদ্বেষের বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিটি জীবনসমস্যার উপর গভীর অনুসন্ধানী ও মুজতাহিদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং এমন সাহিত্য সৃষ্টি করে যান— যার ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, চিন্তা, আদর্শ, গবেষণালব্ধ বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহের উপর সমকালীন পরিবেশের কোনো ছাপ পড়েনি। এমনকি তাঁর রচনা পাঠ করার সময় মনে এতটুকু সন্দেহেরও উদয় হয় না যে, এগুলো এমন এক স্থানে বসে রচনা করা হয়েছে যার চারদিকে বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পূজা, হত্যা, লুটতরাজ, জুলুম, নির্যাতন, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অবাধ রাজত্ব চলছিল।' (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, শতদল প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৮৮, পৃ. ৬২)

৩.৯. মারাঠা ও শিখ হামলার মুকাবিলা

উপমহাদেশের বিশেষত দিল্লীর সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে সচেতন ও সক্রিয় থেকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুসলিম জনপদে মারাঠা ও শিখ হামলার মুকাবিলায় আহমদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ জানান। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসক বা স্থানীয় ওমরাহদের অনৈক্য ও দুর্বলতার মুখে শাহ ওয়ালিউল্লাহর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আহমদ শাহ আবদালী ১৭৪৭ থেকে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৪ বছরে দশটি অভিযান চালিয়ে মারাঠাদের দমন করেন। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালীর বাহিনী মারাঠাদের পর্যুদস্ত করতে না পারলে ভারতে মুসলিম পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা ঐ সময়েই হয়তো শেষ হয়ে যেত।

লক্ষণীয় যে, ঠিক এ সময়েই ইংরেজরা বাংলাদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করছিল। এলাহাবাদ পর্যন্ত তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ শক্তিটির ব্যাপারে শাহ সাহেব কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। সম্ভবত এ সময় দিল্লীর হেফাযতের ব্যাপারেই তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ ছিল।

৪. উনিশ শতকের মুক্তি-সংগ্রামে শাহ ওয়ালিউল্লাহর প্রভাব

শাহ ওয়ালিউল্লাহ উপমহাদেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত জনগণকে তাৎক্ষণিক বিপর্যয় ও ধ্বংসের সয়লাব থেকে পুরোপুরি রক্ষা করতে না পারলেও তাঁর আন্দোলন ভবিষ্যৎ-প্রতিরোধের এক দুর্জয় শক্তি গড়ে তুলেছিল। উপমহাদেশের মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে তিনি আঠারো শতকের বন্ধ্যা সময়ে বিপ্লব ও বিদ্রোহের এমন এক শক্তি জাগ্রত করেন, যা পরবর্তীকালে একাধিক আপসহীন মুক্তি-সংগ্রামের জন্ম দেয়। পরবর্তী যুগের প্রায় সকল আপসহীন মুক্তি-সংগ্রামে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ছিলেন বিপুল প্রেরণা ও শক্তির উৎস।

www.pathagar.com

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সৎ ও চিন্তাশীল একটি বিরাট দল সৃষ্টি করেন। তাঁর চিন্তার অনুসারীগণ নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং উন্নত চরিত্রের কারণে সাধারণ লোকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

৪.১. শাহ্ আবদুল আযীয : 'হিন্দুস্থানকে দারুল হারব' ঘোষণা

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র ইনতিকালের পর তাঁর চার ছেলে শাহ্ আবদুল আযীয (১৭৪৬-১৮৪৩), শাহ্ রফিউদ্দীন, শাহ্ আবদুল কাদীর ও শাহ্ আবদুল গনী এ দলের শক্তি আরো সংহত করেন। শাহ্ আবদুল আযীয শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র বাণী সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তা ব্যাপকতর জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এভাবেই ভারতের বিভিন্ন এলাকায় শাহ সাহেবের শিক্ষার অনুসারী হাজার হাজার লোক তৈরি হন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র সন্তানগণের চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

এ পটভূমিতেই শাহ্ আবদুল আযীয ১৮০৩ সালে ইংরেজকবলিত হিন্দুস্থানকে 'দারুল হারব' বা 'যুদ্ধ কবলিত রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করেন।

৪.২. উপমহাদেশীয় মুসলিম গণবাহিনী ও জিহাদ আন্দোলন

শাহ্ আবদুল আযীয খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংগঠন কায়েম করেন। এ সংগঠনের প্রবীণদের মধ্যে তাঁর তিন ভাই শাহ্ রফিউদ্দীন, শাহ্ আবদুল কাদীর ও শাহ্ আবদুল গনী এবং তরুণদের মধ্যে শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাঈল, শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক ও সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) শামিল ছিলেন।

শাহ্ আবদুল আযীয শেষোক্ত তিন জন তরুণ আলেমকে সামনে রেখেই উপমহাদেশীয় মুসলিম গণবাহিনী গঠন করেন। সেই মুসলিম গণবাহিনী সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বে ১৮১৮ সালে দিল্লি থেকে জিহাদ আন্দোলনের সূচনা করে।

৪.৩. ফরায়েজী আন্দোলন

এ একই সময় ১৮১৮ সালে বাংলাদেশে হাজী শরীয়তউল্লাহ্ (১৭৬৪-১৮৪০) ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনা করেন। ফরায়েজী ও জিহাদ আন্দোলনের উৎসভূমি, সংগঠনকাঠামো ও কর্মসূচিতে পার্থক্য ছিল। তবে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা, আচার-আচরণ, নীতি-প্রথা ইত্যাদিকে ইসলামের আলোকে পুনর্গঠন এবং তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিজাতীয় কুসংস্কার, কুপ্রথা ও বিদআত থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে উভয় আন্দোলনেরই মূল লক্ষ্য অভিন্ন ছিল।

www.pathagar.com

ইসলামের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে দেশ থেকে ইংরেজদের উৎখাত করার ব্যাপারেও তাদের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। জিহাদপন্থিদের অনুরূপ ফরায়েজীপন্থিরাও ইংরেজকবলিত হিন্দুস্থানকে 'দারুল হারব' বা 'যুদ্ধকবলিত রাষ্ট্র' হিসেবে বিবেচনা করতেন।

৪.৪. জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তার ভিত্তিতে পরিচালিত সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর নেতৃত্বাধীন জিহাদ আন্দোলনের সাথে বাংলার জনগণ গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন। ১৮২১ সালে হজ্জ সফর উপলক্ষে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী কলকাতায় আসেন। বাংলার ওলামায়ে কেরাম ও সচেতন জনগণের একটি বিরাট অংশ সে সময় সরাসরি তাঁর সান্নিধ্যে এসে জিহাদ আন্দোলনের বাইআত বা শপথ গ্রহণ করেন। মাওলানা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

১৮২৫ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের অংশীদার পাঁচ-ছয় হাজার মুজাহিদের মধ্যে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ যোগ দিয়েছেন বাংলা থেকে। তাঁদের মধ্যে অন্তত চল্লিশ জন বাংলাভাষী মুজাহিদ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সীমান্ত প্রদেশে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকারের মজলিসে শূরা ও মন্ত্রিসভার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন পূর্ববাংলার বিপ্লবী মুজাহিদনেতা ইমামউদ্দীন বাঙালি। ১৮২৮ সালে জিহাদ আন্দোলনের কঠিন সংকটকালে জনশক্তি ও আর্থিক সাহায্য বাংলাদেশ থেকেই প্রথম গিয়ে পৌঁছেছিল।

জিহাদ আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের ঘরে ঘরে মুষ্টি চাল রাখার ব্যবস্থা চালু ছিল। অনেক সময় মা-বোনেরা তাদের অলঙ্কার এবং অনেকে তাদের গরু-বাছুর বা জমি বিক্রি করে জিহাদের জন্য সাহায্য পাঠিয়েছেন।

১৮৩১ সালের ৬ মে বালাকোট প্রান্তরে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী ও মাওলানা শাহ ইসমাইলের সাথে দুই শতাধিক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় অন্তত নয় জন বাঙালি মুসলমানের নাম জানা গেছে। ইমামউদ্দীন বাঙালিসহ বাংলার প্রায় চল্লিশ জন মুজাহিদ বালাকোটের লড়াইয়ে আহত হন। বালাকোটের ময়দান থেকে ফিরে এসে তাঁরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদ আন্দোলন সংগঠিত করেন। এ সময় জিহাদ আন্দোলনের বাংলার প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকার বংশালে। পাটনায় ছিল মূল কেন্দ্র।

৪.৫. তিতুমীরের জিহাদ আন্দোলন

মাওলানা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ছিলেন জিহাদ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৮২১ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সাথে মক্কা,

www.pathagar.com

মদীনা, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ সফর করে সাইয়েদ সাহেবের একজন খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে তিতুমীর বাংলার জিহাদ আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের মুকাবিলায় জনগণকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ইসলামী অনুশাসনের পূর্ণ অনুসরণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের আদর্শে তিনি সকলকে উজ্জীবিত করেন। মুসলমানী নাম রাখা, ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরা, এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, কুরআন-হাদীসের খেলাফ কাজ বন্ধ করা– এগুলো ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠনে তাঁর প্রাথমিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

তিতুমীরের আন্দোলনের ফলে এক বিরাট ইসলামী জামাআত গড়ে ওঠে। তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে থাকেন নানা জায়গায়। নারকেলবেড়িয়ার এক বিরান মসজিদকে কেন্দ্র করে তিতুমীর তার সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। তার সামাজিক আন্দোলন জনগণকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ইংরেজদের বশংবদ বর্ণহিন্দু জমিদাররা জনগণের সংগঠিত শক্তিকে ভয় পায়। তারা তিতুমীরের শান্তিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য নানা চক্রান্ত শুরু করে। তাদের জুলুম বাড়তে থাকে। এ পরিস্থিতি তিতুমীরের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীকে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। তিতুমীরের অনুসারীরা জমিদার ও ইংরেজ বাহিনীর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হন। গড়ে ওঠে বাঁশের কেল্লা। তিতুমীরের বাহিনী নদিয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলার অধিকাংশ ভূখণ্ড মুক্ত করেন।

এভাবে তিতুমীরের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীন ভূখণ্ড গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যায়। বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে জমিদার ও ইংরেজদের পরাজয় হয়। কিন্তু ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর এক পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে ইংরেজদের কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীর, তাঁর পুত্র জওহর আলী, জিহাদ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ময়েজউদ্দীন বিশ্বাসসহ বহু যোদ্ধা বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেন। তিতুমীরের দু'পুত্র মীর তোরাব আলী ও মীর গওহর আলী এবং প্রধান সেনাপতি ভাগ্নে গোলাম মাসুমসহ বন্দী হন সাড়ে তিন শ' মুক্তিযোদ্ধা। পরে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

৪.৬. সিপাহি বিপ্লবে শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিপ্লবী ভাবধারার প্রভাব

১৮৩১ সালে বালাকোটে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী এবং একই বছর নারকেলবাড়িয়ায় তিতুমীরের শাহাদাতের ঘটনার পর জিহাদের বিপ্লবী ভাবধারায় উজ্জীবিত নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর অনুসারী হাফিয কাসিম। জিহাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে জেনারেল বখত খান, মাওলানা আহমদ উল্লাহ

www.pathagar.com

শাহ ও মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী দিল্লি কেন্দ্রে এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীগণ শামেলী, সাহারানপুর ও থানাভবনে এ আন্দোলনকে সংগঠিত করেন।

হাফিয কাসিমের অনুসারী মুজাহিদদের মধ্যে দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাসিম নানুতুভী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী, মাওলানা মুহাম্মদ মুনীর প্রমুখ বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ, দিল্লি ও কানপুরসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

এভাবেই দিল্লি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সর্বত্র স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দিল্লির সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরও এ সময় জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়কদের সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানান।

১৮৫৭ সালে সারা ভারতে বিপ্লব ও বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের সূচনা হয় ইংরেজ শাসনের রাজধানী কলকাতার ব্যারাকপুরে। সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, যশোর প্রভৃতি স্থানে। দেশের স্বাধীনতার জন্য ১৮৫৭ সালে ঢাকার লালবাগের যে স্থানটিতে সেদিন স্বাধীনতাসংগ্রামীদের রক্ত ঝরেছিল, সে স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য ইংরেজরা সেখানে কারাগার নির্মাণ করে, যা এখনো বিদ্যমান। ইংরেজদের হাতে বন্দী বিপ্লবী মুসলমান সৈন্যদের কয়েকজনকে বিচারের নামে প্রহসন করে ঢাকার সদরঘাটের অদূরে আন্টাঘর ময়দানে গাছের শাখায় ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। সেই আন্টাঘর ময়দানই এখন 'বাহাদুর শাহ পার্ক' নামে পরিচিত।

বস্তুত শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তা-চেতনার উত্তরাধিকারীগণই ছিলেন সিপাহি বিপ্লবের মূল নায়ক। এ বিপ্লবে অংশ নেওয়ার কারণে কত জনের ফাঁসি হলো, কত জনের হলো কারাবাস, সে হিসাব পাওয়াও এখন আর সম্ভব নয়। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিতদের সংখ্যাই ছিল দশ হাজারের বেশি। জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী নায়ক আন্দামান বন্দী ফজলে হক খায়রাবাদী লিখেছেন, 'স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হলেই কোনো হিন্দুকে আটক করা হতো; কিন্তু পালাতে পারেনি এমন একজন মুসলমানও সেদিন বাঁচেনি।'

৪.৭. দেওবন্দ মাদারাসা প্রতিষ্ঠা

সিপাহি বিপ্লবের পর ১৮৫৮ সালে জিহাদ আন্দোলনের নেতা মাওলানা ইনায়েত আলী এবং ১৮৬২ সালে ফরায়েজী আন্দোলনের নায়ক দুদু মিয়া ইনতিকাল করেন। সিপাহি বিপ্লবোত্তর ব্যাপক মুসলিম নির্যাতনের পটভূমিতে এবং আন্দোলনের দুই প্রধান কাণ্ডারির ইনতিকালের পর এ দুটি আন্দোলনের ধারা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

১৮৬৭ সালে জিহাদী বিপ্লবীগণের উদ্যোগে আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটিরূপে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মাদরাসাকে কেন্দ্র করে জিহাদ আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম চলতে থাকে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত পরিচালিত তথাকথিত ওয়াহাবী মামলাগুলো থেকে দেখা যায়, তখনো পর্যন্ত বাংলায় জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের ধারা চালু ছিল।

৫. চেতনার বাতিঘর

এ দেশের মুসলমানদের জাগরণমূলক প্রায় সকল আন্দোলনে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ আলেমগণই উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরাই ইংরেজকবলিত হিন্দুস্থানকে স্বাধীন করার ঘোষণা প্রথম প্রচার করেন। মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী আলেমগণও ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র আদর্শেরই উত্তরপুরুষ। আজো বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারা থেকে প্রেরণা লাভ করছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী, মাওলানা আতাহার আলীর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি, মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী ও আবদুল্লাহিল বাকীর আহলে হাদীস আন্দোলন কিংবা পরবর্তী সময়ে হাফেজ্জী হুজুরের খেলাফত আন্দোলনসহ বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন এবং বিভিন্নমুখী ইসলামী জাগরণমূলক কার্যক্রম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র সংগ্রামী ভাবধারার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত। ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলনে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চিন্তাধারার প্রভাব অনস্বীকার্য।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী আজো চেতনার এক সুউচ্চ ও অত্যুজ্জ্বল বাতিঘররূপে আমাদের বোধ-বিশ্বাস ও মনীষাকে আলোকিত করে চলেছেন।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*।

৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, শতদল প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৮৮।

৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, দারুস সালাম প্রকাশন, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

জামালউদ্দীন আফগানী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১. শতাব্দীর সংকট ও আফগানীর আবির্ভাব

বিশ্ব প্যান ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ সাইয়েদ জামালউদ্দীন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭) ছিলেন উনিশ শতকের মুসলিম ঐক্যের বাণীবাহক ও রেনেসাঁর অগ্রদূত। তিনি মুসলিম বিশ্ব-ইতিহাসের এক গভীর সংকটকালে জন্মগ্রহণ করেন এবং জাতিকে উত্তরণের পথে পরিচালিত করতে নিজেকে কুরবানী করেন।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে বিশাল ভারতবর্ষে ইংরেজদের হাতে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। ১৮৫০ সালে উত্তর আফ্রিকা ও আলজেরিয়ায় ফরাসি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৯ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে ককেশীয় ও উজবেক অঞ্চলে রুশ দখল কায়েম হয়। ১৮৮১ সালে ফরাসিরা তিউনিশিয়া এবং ১৮৮২ সালে ইংরেজরা মিসর অধিকার করে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এ সময় ঔপনিবেশিক শক্তির দখলে চলে যায়। বসনিয়া-হারজেগোভিনা ও বুলগেরিয়াসহ বহু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা অমুসলিম শক্তির কুক্ষিগত হয়।

পূর্ব ইউরোপে এ সময় ছিল উসমানীয় খিলাফতের দুর্দিন আর শতচ্ছিন্ন আরব উপদ্বীপে তখন চলছিল সার্বিক বিপর্যয়। তুরস্কের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে বিশ্বব্যাপী সচেতন মুসলমানদের আশা-ভরসার উৎস ছিল মুমূর্ষু উসমানীয় সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ শক্তি গ্রিকদেরকে তুরস্কের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে মুসলমানদের এ কেন্দ্রভূমির পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। মুসলিম দুনিয়ার এমনি এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে প্রাচ্যের অগ্নি-পুরুষ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর আবির্ভাব ঘটে।

১.১. আদর্শের পতাকা ও ঐক্যের মনযীল

মুসলিম উম্মাহর বেদনার্ত ও বিপর্যস্ত মুহূর্তগুলোর নীরব পর্যবেক্ষক না হয়ে জামালউদ্দীন আফগানী এ সংকট থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে নিজের মেধা, মনন, লেখনী, বাগ্মিতা, চারিত্রিক প্রভাব ও সাংগঠনিক শক্তি পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন। মুসলমানদের রাজনৈতিক বিপর্যয় সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তাঁর এ অনুভূতি জন্মে যে, মুসলমানদের অনৈক্যই তাদের সকল দুরবস্থার মূল কারণ। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হতে শত্রুদেরকে কোথাও কোনো সমন্বিত প্রতিরোধের মুকাবিলা করতে হয়নি। তাঁর মতে, আত্মরক্ষাই ছিল ইসলামী দুনিয়ার জন্য সার্বিক ও অবিভাজ্য সমস্যা। প্রতিটি মুসলিম দেশের পরম ও চূড়ান্ত স্বার্থ বাকি মুসলিম দুনিয়ার সাথে ওতপ্রোত ও অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কেননা, ইসলামের সমগ্র ইতিহাস হলো এক ও অভিন্ন ধারাবাহিকতা।

www.pathagar.com

বিভিন্ন জাতির উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন, অন্বেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েই মুসলমানরা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, স্বাধীন, উন্নত জাতিরূপে মাথা উঁচু করতে পারে। নিছক ভাষা, ভূগোল কিংবা নৃতত্ত্বগত ভিত্তিতে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। তিনি আফগানিস্তান, ভারত, ইরান, মিসর ও উসমানীয় সাম্রাজ্যসহ গোটা মুসলিম বিশ্বকে ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

জামালউদ্দীন আফগানী মুসলিমবিশ্বে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি স্থাপন এবং মুসলিম দেশগুলোকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করেন। তাঁর চিন্তাধারার প্রভাবে মুসলিম দেশসমূহের যুবসমাজ উজ্জীবিত হয়। তাদের মাঝে ইসলামী চেতনা, স্বদেশপ্রেম ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়।

মুসলিমবিশ্বের শিক্ষিত শ্রেণীকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা এবং মুসলিমবিশ্বকে পাশ্চাত্যের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে আফগানীর অবদান ছিল অপরিসীম। আফগানী তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিপুল জীবনীশক্তি, বিশ্বাসের গভীরতা, দূরদর্শী নেতৃত্ব, গভীর জ্ঞান ও জ্বালাময়ী বাগ্মিতাকে সম্বল করে ছুটে বেড়িয়েছেন এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে। তিনি বিভেদ-আক্রান্ত মুসলিম দুনিয়ার ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐক্যের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ মুসলিম উম্মাহর মুক্তিকে চিহ্নিত করেন।

আফগানী উপলব্ধি করেন যে, ইসলামী ব্যবস্থাপনার সমন্বিত ও সামগ্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ফাটল ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামী দুনিয়া ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ার কারণে এসব রাষ্ট্রের ধর্মীয় চিন্তাবিদ ও সাধারণ মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। উম্মাহর সদস্যদের চিন্তার বিচ্ছিন্নতাই তাদের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

আফগানী ইসলামী আইনের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার জন্য ইজতিহাদ এবং মুসলিম প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের পুনর্গঠন এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ইসলামের সমন্বয় বিধানের আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যে তিনি বিশ্বজনীন একজন নেতা বা খলীফার নেতৃত্বে অভিন্ন পতাকা ও প্রতীকের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি ঐক্যের প্রতীক এই নেতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, বিভিন্ন মুসলিম ভূখণ্ডের জন্য ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বৈধ কর্তৃত্ব তাঁর থাকবে।

১.২. 'ওয়াহদাত আল ইসলামিয়া' বা প্যান ইসলামী আন্দোলন

জামালউদ্দীন আফগানী আল কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে তাঁর বক্তব্যকে যুক্তি ও প্রজ্ঞার দৃঢ় ভিত্তির ওপর উপস্থাপন করেন। সমসাময়িক মুসলিম শাসক, আলিম-বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ জনসমাজকে তিনি ইসলামের সত্যে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান। তাঁদের কাছে তিনি নবুওয়াতের ধারায় খিলাফতব্যবস্থা কায়েমের গুরুত্ব তোলে ধরেন।

www.pathagar.com

আল কুরআনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তির সমুত্থিত অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তিনি বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান। পশ্চিমা সমালোচকরা তাঁর এ 'ওয়াহ্দাত আল ইসলামিয়া' বা ইসলামী ঐক্য আন্দোলনকেই 'প্যান ইসলামিজম' নামে অভিহিত করে।

জামালউদ্দীন আফগানীর 'ওয়াহ্দাত আল ইসলামিয়া' আন্দোলনের মূলকথা ছিল :

ক. সকল মুসলিম রাষ্ট্র নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে পশ্চিমা আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যজোট গঠন করবে,

খ. নিজেদের মধ্যে একটি যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে এবং

গ. তারা একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

এ ঐক্যের ভিত্তি নির্দেশ করে মুসলিম শাসকদের লক্ষ্য করে আফগানী বলেন, 'আমি আশা করি, কুরআন হবে তাঁদের পথ প্রদর্শক, ইসলাম হবে তাঁদের একতার ভিত্তি এবং প্রত্যেক দেশের শাসক তাঁর প্রতিবেশীকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।'

১.৩. খিলাফতের আদর্শে দায়িত্বশীল সরকার

আফগানী রাজতন্ত্র বা পশ্চিমা গণতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামের সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক কল্যাণমূলক সরকারব্যবস্থার কথা বলেছেন। তিনি উসমানীয় সুলতান আবদুল হামিদকে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীকরূপে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। খিলাফতের প্রক্রিয়া চালু রাখার দাবি জানানোর সাথে সাথে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির সঠিক মর্যাদা ও ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এর মধ্যে সৃষ্ট বিচ্যুতিগুলোরও সংস্কার চেয়েছেন।

তিনি সুলতান আবদুল হামিদকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে খিলাফতের আদর্শে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। মিসরের রাজতান্ত্রিক শাসক তওফীক পাশাকেও তিনি মজলিসে শূরার মাধ্যমে জনগণকে সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বলেছেন। এ উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদ নির্বাচন করে তার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং শাসনব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

১.৪. আলেমদের ভূমিকা প্রসঙ্গে

জামালউদ্দীন আফগানী মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণী তথা আলেমগণকে মুসলিম সমাজের ঐক্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের লক্ষ্যে যথাযথ নেতৃত্ব দানের আহ্বান জানান। যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবদানে সমসাময়িক আলেমদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার জন্য তিনি তাদের কঠোর সমালোচনা করেন। মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার জন্য তিনি প্রধানত জাতির অভিভাবক এ আলেমদেরকে দায়ী করেন।

www.pathagar.com

সমসাময়িক আলেমদের প্রসঙ্গে আফগানী বলেন :

'তাদের দেখলে মনে হয়, পার্থিব বিষয়গুলোর সমাধান করতে না পেরে তাঁরা যেন গর্ববোধ করেন। ... বাস্তবিক পক্ষে একজন সত্যিকার বিজ্ঞ ব্যক্তি হলেন আলোর মতো, যিনি পৃথিবীকে আলোকিত করবেন। তা যদি না পারেন অন্তত নিজ দেশ, শহর, গ্রাম কিংবা অন্তত নিজের বাড়িটিকে তিনি আলোকিত করুন।'

আফগানী বলেন :

'আমাদের বর্তমানকালের আলেমদের সবচে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা জ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করেন। একটিকে তাঁরা বলেন মুসলিম জ্ঞান। অন্যটিকে বলেন ইউরোপীয় জ্ঞান। এ কারণে তাঁরা অন্যদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে জনগণকে নিরুৎসাহিত করেন। ... তাঁরা ইসলাম রক্ষার নামে আধুনিক জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সাথেই শত্রুতা করেন। অথচ ইসলাম হচ্ছে জ্ঞান ও শিক্ষার সবচে সহায়ক আদর্শ। জ্ঞান ও ইসলামের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে এ ধরনের পার্থক্য সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই।'

তিনি আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দান ও যুগের চাহিদা পূরণে আল কুরআনের কালজয়ী শিক্ষা ও আদর্শকে ব্যাখ্যা করার জন্য আলেমদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

১.৫. বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ে আধুনিক শিক্ষা

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতা দূর করা ছিল জামালউদ্দীন আফগানীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মিশন। ভারতবর্ষে প্রচলিত 'দারসে নিজামী' শিক্ষাব্যবস্থাসহ মুসলিমবিশ্বে প্রচলিত তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি মুসলমানদের জন্য যুগোপযোগী বিবেচনা করেননি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থাও তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। একদিকে তিনি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে কথা বলেন, অন্যদিকে পশ্চিমা ভাবধারার শিক্ষার কাছে সমর্পিত হওয়ারও তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আধুনিক বিজ্ঞান শেখার আহ্বান জানান। সাথে সাথে তিনি পশ্চিমা সংস্কৃতি ও রীতিনীতির কাছে সমর্পিত হওয়ার বিপদ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেন।

১.৬. সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের প্রয়োজনে তাদের প্রজাদের জন্য যে অদ্ভুত শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করেছে, সে সম্পর্কে আফগানী বলেন, এ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কাপুরুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। এ শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা বিদেশি শাসকদের রীতিনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা একদল আত্মপ্রবঞ্চিত পরাজিত মনোভাবের লোক তৈরি করছে, যারা নিজস্ব রীতি-নীতি ও গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করতে শিখেছে। বরং নিজস্ব রীতি-নীতির প্রতি বিশ্বস্ত ও

www.pathagar.com

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ লোকদেরকে তারা ঘৃণা করতে শিখেছে। পশ্চিমাদের কাছে থেকে তারা 'স্বাধীনতা' ও 'জাতীয়তা'র মতো কিছু বুলি শিখে নিয়েছে। পশ্চিমাদের পোশাক-পরিচ্ছদের রীতি তারা গ্রহণ করেছে। পশ্চিমা জিনিসপত্রে নিজেদের বাড়ি-ঘর সাজিয়ে তারা গৌরববোধ করে। এসব করতে গিয়ে তারা দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে। তাদের কারণে স্থানীয় শিল্পী ও কর্মজীবী মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলমানদের সংগ্রামের শক্তি ও জাতীয় মর্যাদার ধারণাকে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবর্তিত এ শিক্ষাব্যবস্থা লুপ্ত করে দিয়েছে বলে আফগানী উল্লেখ করেন।

১.৭. আত্মবিশ্বাসের শক্তি

জামালউদ্দীন আফগানী মুসলমানদেরকে আত্মবিশ্বাসে স্থিত হয়ে নিজস্ব সংস্কৃতি ও রীতিনীতির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। কেননা, আত্মবিশ্বাস ছাড়া মুসলমানগণ জ্ঞানের কোনো শাখায়ই সাফল্য লাভ করতে পারবে না। আত্মবিশ্বাসের অভাবেই মুসলমানরা জীবনের নানাক্ষেত্রে চরম মূল্য দিয়েছে বলে তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন।

১.৮. বিপরীত স্রোতের যাত্রী

চলতি হাওয়ার বিপরীতে লড়াই করতে গিয়ে আফগানীকে পদে পদে নানা ধরনের যুলুম-নির্যাতন, নির্বাসন ও অব্যাহত বাধা-বিপত্তি মুকাবিলা করতে হয়। বিপদাপন্ন মুসলিম জাতির প্রতি নিজ দায়িত্ব পালনে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়ে তিনি তাঁর সকল শক্তি-সামর্থ্য মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে নিয়োজিত করেন। চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ব্যাপারে হতাশ হননি। প্রাচ্যের আকাশে নতুন সূর্যোদয়ের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনো ত্যাগ করেননি।

মুসলমানদের মুক্তির নিশানবাহী এ রাহবার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর কোনো প্রান্তে কখনো স্বস্তিতে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাননি। বিত্ত ও প্রতিপত্তির হাতছানি পায়ে ঠেলে তিনি সারাজীবন লড়াইয়ের ময়দানে অবস্থান করে অকৃতদার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সাহস ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত আর মুক্তির দিশা ছাড়া অন্যকিছুই তিনি উম্মাহর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাননি।

২. আফগানীর জীবন পরিক্রমা

হিজরী ১২৫৪ সনের শাবান মাসে (১৮৩৯ সালে) আফগানিস্তানের কাবুল জেলার কানারের নিকট আসাদাবাদে জামালউদ্দীন আফগানীর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আলী তিরমিযী হিজরী দশম শতাব্দীতে তিরমিয অঞ্চল থেকে আফগানিস্তানে আসেন। আলী তিরমিযী এ এলাকায় ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

www.pathagar.com

আফগানীর পিতা সাইয়েদ সাফদার একজন প্রতিভাবান আলেম ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আফগানী তাঁর প্রাজ্ঞ পিতার কাছে এবং স্থানীয় আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় আলেমের কাছে সমসাময়িক শিক্ষার ধারায় হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উসূল, আরবী সাহিত্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, এনাটমি, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।

২.১. উচ্চ শিক্ষার্থে ভারতে আগমন ও আন্দোলনের বাইআত

আঠারো বছর বয়সে আফগানী উচ্চতর শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানে আসেন। তিনি দিল্লী ও আজমীরের প্রসিদ্ধ সব শিক্ষাকেন্দ্রে ইংরেজি সাহিত্য, তর্কবিদ্যা, গণিত ও ইতিহাসের ওপর গবেষণা ও অধ্যয়ন করেন। এ সময় জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মুসলমানগণ ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে সিপাহী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন।

ইংরেজ কবলিত হিন্দুস্থানকে ১৮০৩ সালে শাহ্ আবদুল আযীয *দারুল হরব* ঘোষণার পর থেকে একের পর এক লড়াই চলছিল স্বাধীনতার জন্য। বালাকোটে ১৮৩১ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর শাহাদত এবং ১৮৩৯ সালে বাংলায় হাজী শরীয়তউল্লাহর ইন্তিকালের পর তাঁদের সংগ্রামী উত্তরসূরীগণ আজাদী সংগ্রামের ধারাবাহিকতা তখনো অব্যাহত রেখেছিলেন। সারা ভারতে সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে তাঁরা পরাধীনতার শতবর্ষপূর্তিকালে তখন সিপাহী বিপ্লবের একটি নবতর পটভূমি তৈরি করছিলেন।

ভারতবর্ষে শিক্ষার্থী হিসেবে অবস্থানকালে আফগানী ইসলামী আন্দোলনের এ পর্যায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

২.২. হজ্জ সফর : আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

বিদেশি শাসনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নিগ্রহের শিকার ভারতের মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বুকে নিয়ে জামালউদ্দীন আফগানী ১২৭৩ হিজরীতে (১৮৫৭ সালে) হজ্জ পালন করেন। হজ্জের এ সফরকালে তিনি বিভিন্ন জনপদের মানুষের জীবনাচার ও রীতিনীতি সম্পর্কে পরিচয় লাভ করেন। হজ্জের সময় তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মুসলমানদের সাথে মিলিত হন এবং নানা দেশের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানগণ পশ্চিমা শক্তির দ্বারা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সারাবিশ্বে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বিতাড়িত হয়ে এশিয়ার দুরতিক্রম্য স্থানসমূহে তাঁরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

হজ্জের পর তিনি সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশ সফর করে মুসলিমবিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাপকতর ধারণা লাভ করেন।

www.pathagar.com

২.৩. আফগানিস্তানে মন্ত্রীপদে যোগদান

মুসলিম দুনিয়া সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আফগানী দেশে ফিরেন। আফগানিস্তানের দেশপ্রেমিক আমীর দোস্ত মুহাম্মদ খান আফগানীর যোগ্যতা, প্রতিভা, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য, সাহসিকতা ও জাতির প্রতি তাঁর দরদ ও ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। আফগানীর পরামর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী দোস্ত মুহাম্মদ আফগানিস্তানের সংস্কার ও আধুনিকায়নের কর্মসূচি নেন। আফগানী আমীরকে ব্রিটিশদের মুকাবিলায় রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনের পরামর্শ দেন বলেও ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রতিবেদন থেকে ধারণা পাওয়া যায়। আফগানীর মন্ত্রিত্বকালে হিরাত রাজ্য দোস্ত মুহাম্মদের অধীন হয়।

২.৪. দ্বিতীয়বার ভারতে

আমীর দোস্ত মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র আযম খান ও শের আলী খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ব্রিটিশ অনুরাগী শের আলীর মুকাবিলায় আফগানী আযম খানকে সমর্থন করেন। ইংরেজদের সমর্থনপুষ্ট শের আলী ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জয়ী হন। ফলে আফগানী দেশ ত্যাগ করে ১৮৬৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো ভারতবর্ষে আসেন। এর দুবছর আগে এখানে ইসলামী বিপ্লবের কর্মী তৈরির লক্ষ্যে জিহাদ আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগে ১৮৬৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা চালু হয়।

ইংরেজরা আলেম সমাজের তৎপরতা মুকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছিল। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আফগানীর উপস্থিতিকে বিপজ্জনক বিবেচনা করে। তাঁর কাজে তারা নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইংরেজরা আফগানীর সাথে হিন্দুস্থানের আলেমদের সাক্ষাৎও নিষিদ্ধ করে এবং মাত্র দুমাস পর তাঁকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করে।

২.৫. মিসরে আফগানী : ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন

হিন্দুস্থান থেকে আফগানী মিসরের কায়রো চলে যান। কিছুকাল তিনি আল আযহারে অবস্থান করেন এবং সেখানকার শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। বিভিন্ন সমাবেশে ভাষণের মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত জনগণের কাছে মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সজাগ ও উজ্জীবিত করতে থাকেন।

তিনি কিছুদিন কায়রোয় শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করেন। মিসরের শীর্ষস্থানীয় আলেমসহ বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশের তরুণগণ আগ্রহ নিয়ে তাঁর ক্লাসসমূহে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে তাঁরা ইসলামী পুনর্জাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে থাকেন।

এ সময়ই আফগানীর সাথে মিসরের প্রতিভাদীপ্ত তরুণ ও ভবিষ্যৎ রেনেসাঁর নায়ক মুহাম্মদ আবদুহুর (১৮৪৯-১৯০৫) পরিচয় হয়। এ সুযোগে এই দুই স্বপ্নদ্রষ্টা নেতা

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বের জাগরণের ব্যাপারে তাঁদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পান। ইংরেজরা মিসরে জামালউদ্দীন আফগানীকে বিপজ্জনক বিবেচনা করে তাঁকে সে দেশ থেকে বহিষ্কারের ব্যবস্থা নেয়।

২.৬. মিসর থেকে ইস্তাম্বুল : মাজলিস আল মাহরিফ

১৮৭১ সালে আফগানী মিসর থেকে মুসলমানদের তৎকালীন রাজনৈতিক কেন্দ্রভূমি তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে পৌঁছেন। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী আলী পাশা তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তুরস্কের বুদ্ধিজীবী ও আলেমগণও তাঁকে সংবর্ধিত করেন। তাঁকে তুরস্কের *'মাজলিস আল মাহরিফ'* বা বিজ্ঞান পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। আয়া সুফিয়া ও সুলতান আহমদের মসজিদে খুতবা দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তায়।

২.৭. একশ্রেণীর আলেমের বিরোধিতা

ঘুমন্তপ্রায় মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে আফগানীর অদম্য আগ্রহ, স্পষ্টবাদী বক্তব্য, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃঢ় মনোভাব তাঁকে জনগণের কাছে প্রিয় করে তোলে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীরা এতে আতঙ্কিত হলো। শায়খুল ইসলাম ও তাঁর একদল স্তাবক আফগানীর প্রতি রুষ্ট হলেন। স্বাধীন চিন্তার অধিকারী, কর্তব্যে দৃঢ়চেতা আফগানী দার আল ফুন্নানে যে বিখ্যাত বক্তৃতা দেন, তাতে একশ্রেণীর সংকীর্ণমনা আলেম আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাদের দুশমনীর কারণে সুলতান আবদুল হামীদ 'প্রশাসনিক শৃঙ্খলার স্বার্থে' আফগানীকে তুরস্ক ত্যাগের নির্দেশ দেন।

২.৮. মিসরে দ্বিতীয় মুদ্দত : আরবে নতুন স্বপ্নের বিস্তার

তুরস্ক থেকে বিতাড়িত হয়ে আফগানী ফিরে আসেন কায়রোতে। মিসরের যুবসমাজ, আলেমগণ এবং স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণ তাঁকে সাদরে সংবর্ধিত করেন। মিসরের খাদিব ইসমাইল তাঁকে বৃত্তি মঞ্জুর করেন এবং শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

আফগানী সেবা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ধারায় 'মাহফিলে ওয়াতানী' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। এ সংগঠনের ছায়াতলে সমবেত যুবজনতাকে তিনি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ-চেতনায় উজ্জীবিত ও স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে তোলেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি দীনী শিক্ষা বিস্তার এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য জনসেবামূলক কার্যক্রমও জোরদার করেন।

২.৯. মিসরে সাংবাদিকতা : 'আল মিসর আশ-শারক'

সেবা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা এবং মিসরে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও স্বাধীনতার চেতনা বেগবান করার উদ্দেশ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মিসরবাসীদের জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে আফগানী 'আল মিসর আশ

www.pathagar.com

শারক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আফগানী ঘোষণা করেন : 'মিসর লিল মিসরিয়ীনা ওয়ামা সাহামা ফিহা লিল ওবরিয়ীন'। অর্থাৎ মিসর হলো মিসরীদের; তাতে ইউরোপের কোনো অংশ নেই।

আফগানীর বাণী ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এ সময় দলে দলে লোক তাঁকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। তিনি ইসলামী দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও সাংবাদিকতা বিষয়ে স্বাধীনভাবে শিক্ষাদান করেন এবং শিক্ষিতদেরকে সাহিত্য সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন। আফগানীর শিক্ষা ও প্রেরণার প্রভাবে আরব তরুণদের দৃষ্টি ও চিন্তাধারা প্রসারিত হতে থাকে। তাঁরা সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের ভালো-মন্দ বিচারের যোগ্যতা অর্জন করেন। বিদেশি প্রভাব ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করতে এবং মুসলিম বিশ্বের ঐক্য সাধনে তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হতে থাকেন।

২.১০. মিসর থেকে দ্বিতীয় দফা বহিষ্কার

একটানা আট বছর ধরে আফগানী শিক্ষা, সাংবাদিকতা, বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে মিসরবাসীর মধ্যে নবচেতনা ও জাগরণ সৃষ্টি করেন। ফলে ফরাসি ও ইংরেজরা আফগানীকে মিসরে তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি বিবেচনা করে। তাদের চাপে মিসরের খেদিব তাওফিক পাশা আফগানীকে মিসর ত্যাগের নির্দেশ দেন। আফগানী কাবুল থেকে নির্বাসনের বারো বছর পর এবং তুরস্ক থেকে নির্বাসনের নয় বছর পর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বার মিসর থেকে বহিষ্কৃত হন।

২.১১. ভারতে নির্বাসিত জীবন

ইংরেজরা আফগানীকে ১৮৭৯ সালে মিসর থেকে ভারতবর্ষে নির্বাসিত করে। আফগানী প্রথমে হায়দরাবাদে নিজামের দরবারে আসেন। পরে তিনি কিছুদিন ইংরেজদের তৎকালীন ঔপনিবেশিক রাজধানী কলকাতায় অবস্থান করেন। ভারতে তাঁর এ তৃতীয় বারের অবস্থানও নিরুপদ্রব ছিল না। তা সত্ত্বেও নির্বাসিত জীবনের সকল বাধা উপেক্ষা করে তিনি সর্বত্র মুসলমানদের মাঝে তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করতে ভূমিকা পালন করেন।

২.১২. হায়দরাবাদে আফগানী : ডারউইনবাদ খণ্ডন

হায়দরাবাদে অবস্থানকালে আফগানী 'রাদ্দে দাহরিয়্যীন' বা 'ডারউইনবাদের অসারতা' নামে একটি পুস্তক রচনা করে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ভুল প্রমাণ করেন। তিনি দাবি করেন, ধর্মই মানব সমাজের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও জাতীয় শক্তি নিশ্চিত করতে পারে। অপর দিকে ধর্মহীনতা ও বস্তুতন্ত্র মানব জাতির অধঃপতন ও ধ্বংসের কারণ। এ বইয়ে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে আধুনিককালে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের জবাব দান করেন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন।

www.pathagar.com

২.১৩. স্যার সৈয়দের নীতির সমালোচনা

তিনি ভারতের আপসকামী ধারার মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ইংরেজ তোষণ নীতিরও সমালোচনা করেন। তিনি হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত 'মুআল্লিম-ই-শফিক' পত্রিকায় ১৮৭৯ সালে প্রবন্ধ লিখে ইসলামের ব্যাপারে স্যার সৈয়দ আহমদের আত্মরক্ষামূলক ব্যাখ্যা এবং ইংরেজদের ব্যাপারে তাঁর আপসকামী নীতির কঠোর সমালোচনা করেন।

২.১৪. কলকাতায় আফগানী : বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁর সূচনা

আফগানী মিসরে যে জাতীয় জাগরণের সূচনা করেছিলেন, তার প্রভাবে ১৮৮২ সালে কর্নেল আহমদ আরাবী পাশার নেতৃত্বে সেখানে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। আরাবী পাশা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেন। এ অবস্থায় ইংরেজরা আফগানীকে ভারতবর্ষ ত্যাগের অনুমতি দেওয়া বিপজ্জনক মনে করে। কিন্তু তাঁর হায়দরাবাদ অবস্থানকেও তারা সন্দেহের চোখে দেখে।

হায়দরাবাদ থেকে মিসরের জন-বিপ্লব যাতে কোনো সাহায্য পেতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ১৮৮২ সালে আফগানীকে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তর ও নযরবন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু আফগানী কলকাতায় চুপ করে বসে থাকেননি। মুসলমানদের জাগরণের লক্ষ্যে এখানেও তিনি নানাভাবে কাজ করেন।

তিনি বিশেষত শিক্ষিত মুসলমানদের সচেতন ও জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন। তিনি ভারতের মুসলমানদের সামনে ইসলামের আলোকে মুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন। তাঁর চিন্তাধারা এ সময় ভারতের বিরাটসংখ্যক মুসলমানকে রেনেসাঁর পথে নতুন সংগ্রামের পথ দেখায়।

২.১৫. এ্যালবার্ট হলের ভাষণ

নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) ১৮৮২ সালের ৮ নভেম্বর কলকাতার এ্যালবার্ট হলে (এখন কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউজ) শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে আফগানীর একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। এ বিখ্যাত ভাষণে আফগানী পুরনো ধারার মুসলিম শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন :

> "বর্তমানে মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতির কোনো মূল্য নেই.... আমাদের আলিমগণ 'ছদরা' ও 'শামসী বাজিগা' পড়েই দম্ভের সাথে নিজেদেরকে দার্শনিক হিসেবে প্রচার করেন। কিন্তু কার্যত তাঁরা তাঁদের ডান হাত ও বাম হাতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। তাঁরা কখনো নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করেন না– আমরা কারা, আমাদের অবস্থা কীরূপ হওয়া উচিত এবং আমাদের কী করা উচিত ... ।"

আফগানীর বক্তব্য বাংলার তৎকালীন জাগরণকামী মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নবতর এক বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের পথে পরিচালিত করে।

www.pathagar.com

২.১৬. কেশবচন্দ্রের সাথে সাক্ষাৎ

কলকাতায় থাকাকালে আফগানী ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তিনি নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে গিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান নেতা আচার্য কেশবচন্দ্রের সাথেও আলোচনা করেন।

ভারতে শেষবারের মতো স্বল্পকাল অবস্থানকালে জামালউদ্দীন আফগানী যেসব বক্তৃতা করেন তার বেশির ভাগই তাঁর জীবদ্দশায় 'মুকালাতে জামালিয়া' নামে ফারসি ভাষায় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। তাঁর এসব ভাষণে মুসলিম জাহানের মুক্তির আকুতি ও পথনির্দেশনা ফুটে ওঠেছে। এছাড়া বহু ভাষা-বর্ণ-সংস্কৃতিতে বিভক্ত ভারতের গভীর সামাজিক বিন্যাসও চমৎকারভাবে ওঠে এসেছে।

২.১৭. প্যারিসে সাংবাদিকতা : 'আল উরওয়াতুল উসকা'

কর্নেল আহমদ আরাবী পাশা আলেকজান্দ্রিয়া ও তেল আল-কবীরের যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হয়ে সিংহলে নির্বাসিত হন। এরপর আফগানী হিন্দুস্থান থেকে বেরোনোর অনুমতি পান। কলকাতা থেকে তিনি কাবুলে ফিরে যান।

ব্রিটিশ কূটরাজনীতির শিকার আফগানিস্তানে তখন নৈরাজ্য বিরাজ করছে। সেখানে সংস্কার আন্দোলনের কাজের পরিবেশ ছিল না। এ কারণে আফগানী ভুপাল হয়ে লন্ডনে চলে যান। ১৮৮৩ সালে তিনি কিছুদিন লন্ডনে অবস্থান করেন।

লন্ডন থেকে ১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে আফগানী প্যারিসে যান। মিসরের সিংহপুরুষ মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫) মিসরের বিদ্রোহে অংশগ্রহণের অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়ে এ সময়ে প্যারিসে এসে তাঁর সাথে মিলিত হন। সেখান থেকেই তাঁরা তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের মুখপত্ররূপে সাপ্তাহিক আরবী পত্রিকা 'আল-উরওয়াতুল উসকা' বা 'সুদৃঢ় বন্ধন' প্রকাশ করেন।

আফগানী প্রায় তিন বছর ফ্রান্সে ছিলেন। এ সময় তাঁর সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিয়োজিত ছিল 'আল উরওয়াতুল উসকা' সম্পাদনা ও প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে।

কিছুসংখ্যক ভারতীয় মুসলমান এ পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সাহায্য করেন। এ পত্রিকায় ভারতবর্ষ ও মিসরসহ মুসলিম দেশগুলোতে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী নীতির কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রতি স্যার সৈয়দ আহমদের আপসমূলক ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেও আফগানী 'আল উরওয়াতুল উসকা'য় বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন।

www.pathagar.com

২.১৮. 'আল উরওয়াতুল উসকা'র প্রভাব

'আল-উরওয়াতুল উসকা' অতি অল্প সময়ের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকামী মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়। তাতে ইংরেজরা আতংকিত হয়। তারা মিসর ও ভারতবর্ষে পত্রিকাটির প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। তারপরও বন্ধ লেফাফায় ডাকযোগে এ পত্রিকাটি ভারতবর্ষে বেশ কিছু গ্রাহকের হাতে পৌঁছত। নানা বাধার মধ্যে আট মাসে আঠারো সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এ স্বল্পস্থায়ী পত্রিকা বিপুল প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জাগরণকামী মুসলমানগণ 'আল উরওয়াতুল উসকা'র পথ অনুসরণ করে সাংবাদিকতায় অংশগ্রহণ করেন। এ পত্রিকা সারা বিশ্বে ইসলামী চেতনার জাগরণ ও মুসলমানদের মাঝে রেনেসাঁ সৃষ্টিতে অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে। এখনো প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আরবী ভাষায় এ নামে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এটা মুসলিম মানসে আফগানীর বিপুল প্রভাবেরই প্রমাণ।

২.১৯. পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বুদ্ধিবৃত্তিক হামলার মুকাবিলা

'আল উরওয়াতুল উসকা' বন্ধ হওয়ার পরও জামালউদ্দীন আফগানী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। সে সময়কার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ স্থান পেতে থাকে। রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের প্রাচ্যনীতি, তুরস্ক ও মিসরের অবস্থা এবং তৎকালীন সুদানের মাহদি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামত চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরকে আলোড়িত করে। পশ্চিমা তথাকথিত ওরিয়্যান্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদদের ইসলামবিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক হামলারও তিনি মুকাবিলা করেন।

আর্নেস্ট রেঁনা নামক একজন প্রাচ্যবিদ এ সময় সোরবোন-এ ইসলাম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে এক বক্তৃতায় ইসলামকে 'বিজ্ঞানবিরোধী' আখ্যায়িত করে বলেন, ইসলাম বৈজ্ঞানিক তৎপরতা সমর্থন করে না। আফগানী সাথে সাথে প্যারিসের 'ডিবেট্‌স' নামক জার্নালে প্রবন্ধ লিখে জোরালোভাবে এ ধারণার প্রতিবাদ করেন। আফগানীর প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। পরে রেঁনার লেখা ও আফগানীর জবাব আরবীতে অনুবাদ করে একসাথে প্রকাশ করা হয়। এভাবে আফগানী বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে সমসাময়িক পশ্চিমা হামলার মুকাবিলা করে মুসলমানদের আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলতে ভূমিকা পালন করেন।

২.২০. রাশিয়ায় আফগানী : মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা আদায়

'আল উরওয়াতুল উসকা' বন্ধ হওয়ার পর প্যারিস থেকে আফগানী রাশিয়ার রাজধানী সেন্ট পিটার্সবুর্গে যান। রাশিয়া মুসলমানদের মিত্র ছিল না। তারা ক্রমশ মুসলিম এলাকাগুলো গ্রাস করেছিল। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে ককেশাস এবং ১৮৮৬

www.pathagar.com

সালের মধ্যে উজবেকিস্তান রুশ পদানত হওয়ার ফলে রুশদের থাবা আফগান ও ইরান ভূখণ্ডের প্রান্তসীমা স্পর্শ করেছিল। এমনি পরিস্থিতিতে গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আফগানীর রাশিয়া সফর ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এক সাহসী ঘটনা।

১৮৮৯ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় অবস্থানকালে তিনি মুসলমানদের কল্যাণের লক্ষ্যে সে দেশের শাসকদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হন। তিনি রুশ নেতৃত্বকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরামর্শ দেন।

আফগানীর আন্দোলনের ফলে রুশ-জার নিকোলাস তাঁর রাজ্যে মুসলমানদেরকে ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দান করেন। রাশিয়ার মুসলমানদের জন্য কুরআন শরীফ ও অন্যান্য ইসলামী বইপত্র প্রকাশের ব্যাপারে আফগানী রুশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতেও সমর্থ হন।

২.২১. ইরানে আফগানী : সংস্কারের বাণী

রাশিয়া থেকে প্যারিসের বিশ্বমেলায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে জার্মানির মিউনিখে ইরানের বাদশাহ নাসিরুদ্দীন শাহের সাথে আফগানীর সাক্ষাৎ হয়। শাহ তাঁকে ইরানে যেতে সম্মত করেন।

আফগানী অধঃপতিত ইরানের জন্য প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে নীতি ও কাঠামো প্রণয়ন করেন। ইরানের জাতীয় স্বার্থে তিনি বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি নাসিরুদ্দীন শাহের ব্রিটিশ তোষণ এবং ইংরেজদেরকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সমালোচনা করেন।

এ পরম হিতৈষী ভূমিকার কারণে কায়েমী স্বার্থের ষড়যন্ত্র ও সন্দেহের মুখে তিনি শাহেরও বিরাগভাজন হন। তারপরও তিনি তেহরানের অদূরে একটি খানকায় আশ্রয় নিয়ে সংস্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

১৮৯১ সালের শুরুর দিকে মুসলিম বিশ্বের মুক্তির এ পথপ্রদর্শককে অসুস্থ অবস্থায় গ্রেফতার করে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তুরস্ক-পারস্য সীমান্তবর্তী খানিকীন শহরে পাঠানো হয়। সেখানে তখন শৈত্যপ্রবাহ চলছিল। সেখান থেকে তিনি বসরায় যান এবং কিছুদিন পর বসরা থেকে চলে যান ইংল্যান্ডে।

২.২২. ইরানের গণজাগরণ ও তামাক বিদ্রোহ

আফগানী বহিষ্কৃত হলেও ইরানে তাঁর আন্দোলনের প্রভাব থেকে যায়। সেখানকার সংস্কারকামী দলগুলো একত্রিত হয়ে প্রকাশ্যে আন্দোলন চালাতে থাকে। আফগানী ইংল্যান্ডে থেকেই ইরানের গণআন্দোলনকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেন। ১৮৯০ সালে পারস্য সরকার ইংরেজদেরকে তামাক ব্যবসায়ের একচেটিয়া সুযোগ দিয়েছিল। দেশের সম্পদ ইসলামের শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে জনতা প্রতিবাদ জানাতে

www.pathagar.com

থাকেন। সরকারের কুশাসন ও নিষ্ঠুরতা এবং ইংরেজ তোষণের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এ প্রতিরোধের ফলে সরকার ইংরেজদের সাথে তামাক চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়। এরপর ইরানের সংস্কার আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দেশের ধর্মীয় নেতারা এ আন্দোলনের সাথে একাত্ম হন।

'তামাক বিদ্রোহ' নামে খ্যাত এ আন্দোলন ইরানের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। আফগানী এ বিদ্রোহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২.২৩. তুরস্কে শিকলবন্দী সিংহ

১৮৯২ সালে তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ জামালউদ্দীন আফগানীকে তুর্কি রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আমন্ত্রণ জানান। সুলতানকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্য ও ইসলামী জাগরণের স্বপ্ন নিয়ে আফগানী লন্ডন থেকে ইস্তাম্বুল যান। কিন্তু সে স্বপ্ন নস্যাৎ করে প্রতারণামূলকভাবে তাঁকে সেখানকার একটি বিলাসময় প্রাসাদে নযরবন্দী করে রাখা হয়।

মুসলিম জাগরণের তূর্যবাদক জামালউদ্দীন আফগানী তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ বছর ইস্তাম্বুলে এ 'সোনার পিঞ্জরে' বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ১৮৯৭ সালের ৯ মার্চ উনিশ শতকের বিশ্ব মুসলিম জাগরণের এ মহা নকীব ইন্তিকাল করেন। নিশানতাশের কবরস্তানে এ মর্দে মুমিনের লাশ দাফন করা হয়।

সুলতান আবদুল হামীদের অপরিণামদর্শী ভূমিকার ফলে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এর মধ্য দিয়েই সুলতান আবদুল হামিদের ধ্বংসও ত্বরান্বিত হয়।

৩. বাংলার মুসলিম জাগরণ ও আফগানী

বিপুল মুসলিম জন-অধ্যুষিত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ১৭৫৭ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদানত হয়। এরপর থেকে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্রমশ ইংরেজরা গ্রাস করেছিল। তার মুকাবিলায় মীর কাসিম ও টিপু সুলতানসহ কয়েকজন আঞ্চলিক শাসকের নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয়। এসব আঞ্চলিক প্রতিরোধকে সমর্থনদানের মতো কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি বা নেতৃত্ব তখন দিল্লীতে বা মুসলিম বিশ্বে ছিল না। ফলে এসব প্রতিরোধ ক্ষণস্থায়ী হয়।

৩.১. জনবিদ্রোহ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম

এ সময় জনতার কাতার থেকে উত্থিত হচ্ছিল একের পর এক বিদ্রোহ। বাংলা-বিহার অঞ্চলে ফকীর মজনু শাহ থেকে শুরু করে অনেক আঞ্চলিক মুসলিম নেতা পরিচালনা করেন জনবিদ্রোহ। ১৭৬৩ সাল থেকে এ আন্দোলন শুরু হয়। এ গণসংগ্রাম চলাকালেই

www.pathagar.com

শাহ ওয়ালিউল্লাহর (১৭০৩-১৭৬১) উত্তরসুরী শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (১৭৪৬-১৮২৩) ইংরেজ কবলিত হিন্দুস্থানকে ১৮০৩ সালে 'দারুল হারব' বা 'যুদ্ধ কবলিত এলাকা' ঘোষণা করেন।

তাঁর এ ঐতিহাসিক ফতোয়া ভারতবর্ষের মুসলমানদের ছোট-বড় আঞ্চলিক প্রতিরোধ সংগ্রামগুলোকে একটি অভিন্ন আদর্শিক লক্ষ্যে সংহত ও সমন্বিত করতে শক্তি জোগায়। এ পটভূমিতে ১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহর (১৭৮১-১৮৩৯) নেতৃত্বে প্রধানত পূর্ববাংলাভিত্তিক ফরায়েজী আন্দোলন এবং একই বছর সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর (১৭৮৬-১৮৩১) নেতৃতে দিল্লি থেকে জিহাদ আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৮২০-২১ সাল থেকে বাংলায় জিহাদ আন্দোলনের কাজ শুরু হয়।

এ আন্দোলনগুলো ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামকে সুনির্দিষ্ট আদর্শিক লক্ষ্যে পরিচালিত করে। জিহাদ আন্দোলনে পূর্ববাংলাসহ বাংলার মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব ছিল।

১৮৩১ সালের মে মাসে জিহাদ আন্দোলনের প্রধান নায়ক সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী শাহাদাত বরণ করেন। একই বছর এ আন্দোলনের আঞ্চলিক নেতা মওলানা সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) নারকেলবাড়িয়ার প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হন। ১৮৩৯ সালে (আফগানীর জন্মের বছর) ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তউল্লাহ ইন্তিকাল করেন। ফলে জিহাদ আন্দোলন ও ফরায়েজী আন্দোলনে এ সময় নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। এ নেতৃত্বের প্রেরণায় এবং এ আন্দোলনের কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজবিরোধী সিপাহি বিপ্লব সংঘটিত হয়। সিপাহি বিপ্লবের (১৮৫৭) ব্যর্থতার ফলে উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য অস্তিত্ব হারায়।

৩.২. বর্ণহিন্দু রেনেসাঁ

সিপাহি বিপ্লবোত্তর পটভূমিতে ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের মিলিত শোষণ, লুণ্ঠন ও হামলার শিকার বাংলার মুসলমানগণ ছিলেন সবদিক থেকেই পর্যুদস্ত। ১৮১৭ সালে রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) কলকাতা আগমনের সময় থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে কলকাতাকে ঘিরে ইংরেজ প্রসাদপুষ্ট লুটেরা নব্যধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে উৎকট সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নবজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

এ রেনেসাঁর চেতনায় মুসলমানদের কোনো ঠাঁই ছিল না। ১৮১৮ সাল থেকে শুরু করে ওই সময় পর্যন্ত প্রকাশিত হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলো হিন্দুধর্মের গৌরব প্রকাশ করত। ১৮৬০-৭০ সালে ঢাকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 'পূর্ববঙ্গের প্রবলশ্রেণী সংলগ্ন' বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও একই ধরনের সাম্প্রদায়িক জাগরণের ঢেউ লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ৭১টি বাংলা সাময়িকপত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন রামমোহন রায় থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ। তাঁদের হাতে গড়ে ওঠা সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাগুলো উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু-বাংলার রেনেসাঁ বা নবজাগরণকে ধারণ করেছে।

উনিশ শতকের সংবাদ সাময়িকীর পরিচয় উল্লেখ প্রসঙ্গে মুনতাসির মামুন লিখেছেন :

> "ঐতিহ্য আবিষ্কার করতে গিয়ে হিন্দুরা প্রাচীনকালের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক শাসনে যে তারাই প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন একথা বলতে তারা ভুলেননি। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের হিন্দু পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলো, যেমন '*ঢাকা প্রকাশ*', '*হিন্দু রঞ্জিকা*' প্রভৃতিতে এ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছিল ঘুরেফিরে, আক্রমণাত্মক এবং উদ্ধতভাবে। মধ্যযুগে ভারতে আগত মুসলমানদের তারা চিহ্নিত করেছিলেন আক্রমণকারীরূপে। কিন্তু ইংরেজরাও যে আক্রমণকারী এবং শোষক ও লুটেরা সেসব কথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র বা ভূদেব এদের সব রচনাতেই নিজেদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা হয়েছে।" (মুনতাসির মামুন : উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

৩.৩. মুসলিম জাগরণের পূর্বাভাস

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের অধিকারসহ সকল দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজ প্রতিবেশীদের সাংস্কৃতিক হামলার মুকাবিলা করার যোগ্যতা হারিয়েছিল। হারিয়েছিল হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের সচেতন প্রয়াসে জাগ্রত হওয়ার সামর্থ্য।

৩.৩.১. নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব

এ অবস্থায় মুসলমান সমাজের শহুরে অভিজাত স্তর থেকে এ সময় একটি নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটল। সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮), নওয়াব আবদুল লতীফ (১৮২৮-৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ছিলেন এ ধারার নায়ক। এ নবধারার আন্দোলনের সাথে পরোক্ষ সমন্বয় ঘটিয়ে ১৮৬৭ সালে মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (মৃত্যু ১৮৭৩) জিহাদ আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর (১৭৭৬-১৮৩১) বিপ্লবী ভাবধারা থেকে সরে দাঁড়িয়ে *'ভিতর থেকে সংস্কার'*-এর নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাঁর পরিচালিত তাইয়ুনী আন্দোলন ঐতিহাসিকদের কাছে *'সনাতনী ধারা'* নামেও পরিচিত হয়েছে।

৩.৩.২. মুহসিন ফান্ড পুনরুদ্ধার

হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের (১৭৩২-১৮১২) দান করা যে বিশাল তহবিল ইংরেজরা ১৮১৬ সালে আত্মসাৎ করেছিল, নওয়াব আবদুল লতীফের চেষ্টায় ১৮৭৩ সালের ২৯ জুলাই

www.pathagar.com

থেকে তা পুনরায় মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়। ঢাকা, হুগলী ও চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা থেকে বেরিয়ে আসা আলেমগণ এ সময় বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় মুসলিম গণজাগরণের লক্ষ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে থাকেন। তাদের সাথে যুক্ত হন অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারের ইংরেজি শিক্ষিত সন্তানগণ।

৩.৩.৩. চারটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন

এ সময় বাংলার জাগরণকামী মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের সংগঠন কায়েম, সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ ও সাহিত্যক্ষেত্রে এগিয়ে আসার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৮৬৩ সালের ২০ এপ্রিল নওয়াব আবদুল লতীফের (১৮২৮-৯৩) উদ্যোগে কায়েম হয় *'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'*। ১৮৭৫ সালে কলকাতা মাদরাসার ছাত্ররা গড়ে তোলেন *'মাদরাসা লিটারেরি এন্ড ডিবেটিং ক্লাব'*। ১৮৭৮ সালের ১২ মে সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ও সৈয়দ আমীর হোসেনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন *'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'*। ১৮৭৯ সালে ঢাকা মাদরাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ওবায়দউল্লাহ্ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী কায়েম করেন *'সমাজ সম্মিলনী সভা'*।

৩.৩.৪. আদমশুমারী ও শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদমশুমারী এবং ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাংলার মুসলমানদেরকে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৮১ সালের আদমশুমারীতে প্রথম বারের মতো সকলের সামনে মুসলমানদের সংখ্যাশক্তির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এ আদমশুমারী থেকে দেখা যায় যে, বর্ধমান প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জনসংখ্যার ৫০.১৬% মুসলমান এবং ৪৮.৪৫% হিন্দু।

অন্যদিকে ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমানগণ প্রতিবেশী সমাজের হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

এমনি এক পটভূমি ও পরিস্থিতিতে জামালউদ্দীন আফগানী কলকাতায় আসেন। আফগানীর কলকাতা সফরের আগে থেকেই বাংলাদেশের জাগরণকামী সচেতন মুসলমানদের মাঝে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

৩.৪. আফগানীর কলকাতা সফরের ফল

রামমোহন রায়ের কলকাতা আগমনের (১৮১৭) পর প্রায় সাড়ে ছয় দশকের মধ্যে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু উত্থান যখন চূড়াস্পর্শী, সে অবস্থায় জামালউদ্দীন আফগানী ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে আসেন। মুসলিম জাগরণের এ নকীবকে

www.pathagar.com

নিজেদের মাঝে পেয়ে বাংলার সমসাময়িক জাগরণকামী মুসলিম চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, আলেম ও তরুণ সমাজ গভীরভাবে আপ্লুত ও আলোড়িত হন। আফগানীর আহ্বান ও চিন্তাধারা দ্রুত দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইংরেজদের প্রতি আপসকামী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর অনুসারীদের উপদেশ ও বাধা অগ্রাহ্য করে বাংলার মুক্তিকামী মুসলিম তরুণেরা আফগানীর বিপ্লবী ভাবধারাকে স্বাগত জানান। জামালউদ্দীন আফগানীর উম্মাহ্-চেতনা তথা প্যান ইসলামী আদর্শ বাংলার সনাতনপন্থিদের সাথে জিহাদপন্থি ও ফরায়েজীদের সমঝোতার ক্ষেত্র রচনায়ও সাহায্য করে।

নওয়াব আব্দুল লতীফের (১৮২৮-৯৩) উদ্যোগে কলকাতার এলবার্ট হলে (বর্তমান কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউজ) আফগানী *'শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি'* বিষয়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। এ ভাষণের মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী, আলেম ও তরুণসমাজ তাঁর কাছ থেকে আগামী দিনের মুক্তির মনযীল সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা লাভ করেন। ফলে শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সাংগঠনিক তৎপরতার ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত *'দার আল সুলতান'* এবং লাখনৌ থেকে প্রকাশিত *'মুশির-ই-কায়সার'* পত্রিকায় আফগানীর লেখাগুলো তরজমা করে প্রকাশ করার ফলে আফগানীর চিন্তাধারার সাথে এ এলাকার জনগণের একটি যোগসূত্র কায়েম হয়।

জামালউদ্দীন আফগানীর কলকাতা সফর এবং তাঁর আদর্শিক প্রভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলায় জাগরণকামী মুসলমান সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের সূচনা হয়। এর আগে শেখ আলীমুল্লাহ সম্পাদিত *'সমাচার সভারাজেন্দ্র'* (১৮৩১), রজব আলী সম্পাদিত *'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'* (১৮৪৬) কিংবা সৈয়দ আব্দুর রহিম সম্পাদিত *'বালারঞ্জিকা'* (১৮৭৩), মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত *'আজিজন নেহার'* (১৮৭৪) ও আনিসউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত *'পারিলবার্ত্তাবহ'* (১৮৭৪) ইত্যাদি কয়েকটি সংবাদ সাময়িকপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব পত্রিকা বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণের ব্যাপারে দায়িত্ব পালনে সচেতন ও সক্রিয় ছিল বলে প্রমাণ মিলে না।

৩.৫. বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতায় আফগানীর প্রভাব

গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া লিখেছেন :

> "প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৭ সালে 'মহম্মদী আখবার' প্রকাশের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান কর্তৃক তাদের আত্মপরিচয় ও অবস্থান জানানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এ পত্র-পত্রিকাগুলোর অধিকাংশ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় এবং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা প্রকাশ এগুলোর প্রধান উপজীব্য ছিল। .. তুর্কি খিলাফত এবং জামালউদ্দীন

www.pathagar.com

আফগানীর মতবাদ ভারতীয় তথা বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের প্যান ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করে। বাংলার অনেক শিক্ষিত লোক কর্তৃক সাময়িকপত্র প্রকাশের মূলে এ চেতনা সক্রিয় ছিল। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত 'মহম্মদী আখবার' থেকে শুরু করে ১৮৩০ সাল অবধি সময়ে প্রকাশিত পত্রিকার নামকরণ ও সম্পাদকীয় উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। কারণ অধিকাংশ সাময়িকপত্রেরই নাম মুখ্যত 'ইসলাম' আর 'মুসলিম' এ দুই বিশেষ শব্দ বাঞ্ছিত।" (গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া : মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ, পৃ. ৯৬-১০১, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)।

আফগানীর কলকাতা আগমনের পর ১৮৮৪ সাল থেকে মুসলিম সম্পাদিত সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ষোলো বছরে এখানে ১৬টি, ১৯০০ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত নয় বছরে ১৫টি এবং ১৯১১ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত এগারো বছরে ৩০টি মুসলিম সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়।

জামালউদ্দীন আফগানীর কলকাতা সফরের আগে বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের সন্ধান বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু আফগানীর কলকাতা সফরের পর ১৯০৩ সালের মধ্যেই জাগরণকামী মুসলিম সম্পাদিত ৩০টির বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

প্যারিস থেকে আফগানী কর্তৃক *'আল উরওয়াতুল উসকা'* প্রকাশের একই বছর ১৮৮৪ সালে মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের সম্পাদনায় *'আখবারে এসলামিয়া'*, মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় *'মুসলমান'* ও *'মুসলমান বন্ধু'* প্রকাশিত হয়। এরপর একিনউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় *'ইসলাম'* (১৮৮৫), মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় *'সুধাকর'* (১৮৮৬), গোলাম কাদেরের সম্পাদনায় *'হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী'* (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। করটিয়া থেকে প্রকাশিত *'আখবারে এসলামিয়া'* ছাড়া বাকি সব ক'টি পত্রিকাই প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। বলা চলে, বাংলার মুসলিম জাগরণকারী সাংবাদিকতার এটাই ছিল সূচনা-পর্ব। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত *'সুধাকর'* থেকে এক্ষেত্রে একটি অপেক্ষাকৃত সক্রিয় ও সম্পন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়।

৩.৫.১. 'মিহির ও সুধাকর'

'সুধাকর' প্রকাশ প্রসঙ্গে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন :

"বাঙালি মুসলমান কর্তৃক সংবাদপত্র প্রকাশের সত্যিকার চেষ্টা হয় সম্ভবত ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন কয়েকজন উদ্যমশীল মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়, যাদের সমাজ হিতৈষণা মুসলিম বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ সমাজ-

www.pathagar.com

প্রাণ ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী হচ্ছেন : মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মৌলভী মেরাজ উদ্দীন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ আবদুর রহীম এবং শান্তিপুরের কবি মোজ্জাম্মেল হক। বাংলার মুসলমানের দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ এদের প্রাণে একটা তীব্র জ্বালার সৃষ্টি হয়েছিল। এরা বুঝতে পারেন, বাংলার মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনা ব্যক্ত করার জন্য চাই তার একটা বাংলা ভাষার সাপ্তাহিক মুখপত্র। এদেরই চেষ্টায় 'সুধাকর' প্রকাশিত হয়। মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ এ সাপ্তাহিকপত্রের সম্পাদক পদে বরিত হন।" (দৃষ্টিকোণ, পৃ. ১৬৯)।

১৮৮৯ সালে সাপ্তাহিক *'সুধাকর'* প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৯০ সালে মীর মশাররফ হোসেন প্রকাশ করেন পাক্ষিক *'হিতকরী'*। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় *'ইসলাম প্রচারক'*, ১৮৯২ সালে *'মিহির'* ও *'হাফেজ'*। ১৮৯৪ সালে শেখ আবদুর রহীমের *'মিহির'* এবং শেখ মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দীন আহমদ-এর *'সুধাকর'* একত্রিত হয়ে যৌথ সম্পাদনায় *'মিহির' ও 'সুধাকর'* নামে ১৯১০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সালে *'কোহিনুর'*, ১৮৯৯ সালে *'প্রচারক'*, ১৯০০ সালে *'ইসলাম' ও 'নূর অল ইমান'*, ১৯০১ সালে *'মুসলমান পত্রিকা', 'সোলতান' ও 'নূরুল ইসলাম'* প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে *'নবনূর'*, *'মাসিক মোহাম্মদী', 'হানিফি'*, ১৯০৬ সালে *'ইসলাম সুহৃদ'*, ১৯০৭ সালে *'মোসলেম প্রতিভা'*, ১৯০৮ সালে *'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'*, ১৯১১ সালে *'মোসলেম হিতৈষী'*, ১৯১২ সালে *'প্রভাকর'* ও *'হাবলুল মতিন'*, ১৯১৩ সালে *'হাকিম'* ও *'ইসলাম আভা'*, ১৯১৫ সালে *'আহলে হাদিস', 'আল এসলাম', 'ইসলাম দর্শন'* প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

৩.৫.২. 'দি কমরেড' ও মওলানা মোহাম্মদ আলী

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র ছাড়া আফগানীর ভাবাদর্শ-প্রভাবিত কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকাও এ সময় প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক *'দি মুসলিম ক্রনিকল'* ও *'দি মুসলমান'*-এর সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে এ. আলী ও মুজিবর রহমান। আফগানীর চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১) কলকাতা থেকে 'দি কমরেড' (১৯১১) প্রকাশ করেন। তাঁর পত্রিকায় বিশেষভাবে প্যান ইসলামী চিন্তাধারা ও মুসলিমবিশ্ব পরিস্থিতি গুরুত্ব পায়।

৩.৫.৩. 'আল বালাগ' ও মওলানা আবুল কালাম আজাদ

মওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) ছিলেন প্যান ইসলামী আন্দোলনের শক্তিশালী ব্যাখ্যাতা। আফগানী-প্রভাবিত *'আল-মানার'* গ্রুপের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। তাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত *'আল হেলাল'* (১৯১২) ও *'আল বালাগ'* পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে প্যান ইসলামী আন্দোলনের ওপর প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তিনি বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণের মাধ্যমে

www.pathagar.com

ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি আফগানীর মতোই সৈয়দ আহমদের পাশ্চাত্যপ্রীতি ও আপসনীতির সমালোচনা করেন।

৩.৫.৪. 'আজাদ' ও মওলানা আকরম খাঁ

মুসলিম বাংলার আধুনিক সাংবাদিকতার জনক, 'আজাদ' ও 'মোহাম্মদী'র প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-ও ছিলেন একজন বিশিষ্ট 'প্যান ইসলামিস্ট'। তাঁর সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক মরহুম মুজিবুর রহমান খাঁ লিখেছেন : *"মওলানা জামালউদ্দীন আফগানী তাঁর আদর্শ। তিনি বিশ্বাস করতেন জিহাদ করে মুসলমান বড় হয়েছিল এবং জিহাদের পথ ধরেই তারা আবার বড় হবে— হৃতগৌরব ফিরে পাবে। এ ধরনের নীতি বিশ্বাসের ঘোষণা মওলানা আকরম খাঁর মুখে দিনের পর দিন শুনেছি।"* (আবু জাফর সম্পাদিত 'মওলানা আকরম খাঁ' গ্রন্থে প্রকাশিত মুজিবুর রহমান খাঁর প্রবন্ধ, পৃ. ৯৫)

৩.৬. বাংলার মুসলমানদের সাহিত্য আন্দোলনে আফগানীর প্রভাব

উনিশ শতকের আশির দশক ও কুড়ি শতকের গোড়ার দিকে অধিকাংশ মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকের ওপর জামালউদ্দীন আফগানীর আদর্শিক প্রেরণার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)-এর শেষ দিককার রচনা 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৫), 'মদীনার গৌরব' (১৯০৬), 'মোশ্লেম বিজয়' (১৯০৮), 'ইসলামের জয়' (১৯০৮) প্রভৃতিতে ইসলামী আন্তর্জাতিকতা ও মুসলিম জাগরণ-প্রয়াসী রূপ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ সময় সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্য থেকে এগিয়ে আসেন আরো অনেকে। তাঁদের মধ্যে রেয়াজ অল দীন মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৪), নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৬২-১৯৩৩), মুনশী মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মোহম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), শেখ আব্দুস সোবহান, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৯), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), শেখ আব্দুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮), শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩২), মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) প্রমুখ অগ্রণী ছিলেন।

তাঁরা সকলেই তাঁদের সাহিত্যকর্মে মুসলিম সমাজ-চিত্রের প্রতিফলন, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজনীতির ব্যাখ্যা প্রদান, আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের সমন্বয় সাধন এবং গৌরবময় অতীতের আলোকে মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ সমাজ রচনার আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। এ সময়কার অধিকাংশ লেখকই কোনো না কোনোভাবে আফগানীর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

www.pathagar.com

৩.৬.১. মাশহাদীর 'সমাজ ও সংস্কারক'

এ সকল মুসলিম মনীষীর মধ্যে রেয়াজ অল দীন মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮) আফগানীর কলকাতার এলবার্ট হলের বক্তৃতার প্রায় সাত বছর পর ১৮৮৯ সালে *'সমাজ ও সংস্কারক'* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে আফগানীর চিন্তা-চর্চার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মাশহাদীর এ গ্রন্থটিতে আফগানীর সংগ্রামী জীবনের আলেখ্য ও চিন্তা-চেতনার বিশ্লেষণ ফুটে ওঠেছে। দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-১৮৮৩) আর্যসমাজ (১৮৭৫) বা শুদ্ধি আন্দোলন ভারতবর্ষে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার যে আগুন ছড়িয়ে দেয় তার প্রতিবাদে মাশহাদী ১৮৮৯ সালে *'অগ্নিকুক্কুট'* প্রকাশ করেন।

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১) *'তুরস্ক ভ্রমণ'* (১৯১৩), *'তুর্কি নারী'* (১৯১৩), 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪), *'স্ত্রী শিক্ষা'* (১৯১৬), *'সুচিন্তা'* (১৯১৭) প্রভৃতি রচনায় আফগানীর প্রভাব স্পষ্ট। সিরাজী প্যান ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'আহলে আহমের' সদস্যরূপে ১৯১২ সালে তুরস্কে গমন করেন। এ সফর তাঁর চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করে।

তিরিশের দশক পর্যন্ত ইসলামী ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীও (১৮৮৮-১৯৪০) প্যান ইসলামী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

৩.৬.২. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

উনিশ শতকের শেষ দুই দশক এবং কুড়ি শতকের প্রথম ভাগে প্রকাশিত সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র এবং সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্য সাধনা ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের যৌথ শোষণ-লুণ্ঠনে পিছিয়ে পড়া বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তশ্রেণীর মুসলমানগণ মূলত এ জাগরণ প্রয়াসের কাণ্ডারি ছিলেন। তবে এ কাজে কয়েকজন সমাজহিতৈষী বিত্তবান মুসলমান বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিলেন মোমেনশাহীর ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)। তাঁর কাছে বাংলার মুসলমানরা নানাভাবেই ঋণী। বিশেষত মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *'মিহির' ও 'সুধাকর'* (১৮৯৫) ও *'প্রচারক'* (১৮৯৯) এর আর্থিক ব্যয় নির্বাহে তিনি সহায়তা করেন। *'মিহির' ও 'সুধাকর'* নওয়াব আলী চৌধুরীর স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা *'আলতাফি প্রেস'* থেকে মুদ্রিত হতো। *'ইসলাম প্রচারক'* (১৮৯১) তাঁর অবদানের বিশেষ প্রশংসা করেছে।

৩.৬.৩. নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

কলকাতা থেকে প্রকাশিত *'সুধাকর'* ও *'ইসলাম প্রচারক'* পত্রিকা দুটিকে অর্থ-সাহায্য করেন নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৪)। এ দুটি পত্রিকা শিক্ষিত মুসলমান সমাজকে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জীবিত করার প্রয়াস চালায়। কলকাতার একশ্রেণীর

www.pathagar.com

তথাকথিত অভিজাত লোকের মধ্যে বাংলাভাষার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দূর করতে *'ইসলাম প্রচারক'* বাংলাভাষার পক্ষে আন্দোলন চালায়। কুরআনের তাফসীর ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের বাংলা তরজমা প্রকাশ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও কুসংস্কার দূর করতে এ পত্রিকা মূল্যবান ভূমিকা পালন করে।

৩.৬.৪. 'আখবারে এসলামিয়া', 'হিতকরী' ও 'আহমদী'

'আখবারে এসলামিয়া' (১৮৮৪) প্রকাশিত হতো করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলীর *'মাহমুদিয়া প্রেস'* থেকে। *'সোলতান'* (১৯০১) প্রকাশে আর্থিক সহায়তা করেন রংপুরের জমিদার ও কলকাতার সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের রংপুর শাখার সভাপতি খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ।

টাঙ্গাইল থেকে আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজয়ীর সম্পাদনায় ১৮৮৫ সালে মাসিক ও ১৮৮৬ সালে পাক্ষিক *'আহমদী'* প্রকাশিত হয় করিমুন্নেছা খানমের অর্থানুকূল্যে।

১৮৯০ সালে মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে পাক্ষিক 'হিতকরী' প্রকাশিত হয় টাঙ্গাইলের করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর আর্থিক সহায়তায়। *'খ্রিষ্ট, ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব থেকে ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষাই'* ছিল এ পত্রিকার ঘোষিত লক্ষ্য। এসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে জামালউদ্দীন আফগানীর প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য।

অধঃপতিত মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়ন তথা বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণই ছিল এ সময়কার সকল পত্র-পত্রিকার মূল কথা। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে প্যান ইসলামী আদর্শের প্রবক্তা ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকা।

সাধারণভাবে মুসলমানদের মাঝে ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি, মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচার, ইসলামী আন্তর্জাতিকতা বা উম্মাহ-ধারণার প্রচার, তুর্কি খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি ছিল এসব পত্র-পত্রিকার উপজীব্য। ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম অবদানের মহিমা প্রচার এবং ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের প্রচারমাধ্যম কর্তৃক মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের অবমূল্যায়ন করে প্রকাশিত রচনাবলির জবাব দান, মুসলিম সমাজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান, শিরক-বিদআত তথা কুসংস্কার দূর করে শরীআতের অনুশাসনের ভিত্তিতে সকল প্রকার আলস্য ও জড়তা কাটিয়ে নতুন হিম্মতে জেগে ওঠার আহ্বান প্রচার প্রভৃতি বিষয় ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকার বৈশিষ্ট্য।

বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং নিজস্ব তাহযীব-তমদ্দুনের বিকাশ সাধন ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকার বিশেষ লক্ষ্য। এমনকি, *'শিখা'*, *'সাম্যবাদী'*, *'জয়তী'* প্রভৃতি পত্রিকার অন্তরের বাণীও ছিল মুসলিম সংস্কৃতিভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা। তাদের বক্তব্যও ছিল ইসলামের সাথে সঙ্গতি-সন্ধানে প্রয়াসী।

www.pathagar.com

৩.৭. আফগানীর প্রভাবে বিভিন্ন আঞ্জুমান ও সংগঠনের জন্ম

মুসলিম জাগরণের লক্ষ্যে এ সময় সাংবাদিকতা ও সাহিত্য আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন ও আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৩ সালে মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় *'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'*। ১৮৯৩ সালে গঠিত হয় *'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন'*। ১৮৯৪ সালে কায়েম করা হয় *'মহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাব'*। ১৮৯৬ সালে *'মহামেডান রিফর্ম ইউনিয়ন'* প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৯ সালে *'মহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব'* স্থাপিত হয়।

একই বছর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে সভাপতি ও শেখ আব্দুর রহীমকে সম্পাদক করে গড়ে ওঠে *'বঙ্গীয় সাহিত্য বিবরণী মুসলমান সমিতি'*। ১৯০১ সালে এটি *'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'* নামে পরিচিত হয়। ১৯০২ সালে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে কলকাতায় *'মুসলিম ইন্সটিটিউট'* প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সময় মুসলিম সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী ও তরুণ কর্মীদের মাঝে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার বিপুল আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় *'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি'*। ১৯১৩ সালে মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রতিষ্ঠা করেন *'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা'*। তিনি *'শাহজাহান কোম্পানি'* নামে এ সময় একটি পাবলিক লাইব্রেরি কায়েম করেন এবং খিলাফত আন্দোলনের আর্থিক সহায়তার জন্য *'খেলাফত স্টোর'* নামে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৩.৭.১. প্যান ইসলামিক সোসাইটি অব লন্ডন

বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, কলকাতার সোহরাওয়ার্দী পরিবারের কৃতি সন্তান আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী আফগানীর প্যান ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯০৩ সালে লন্ডনে *'প্যান ইসলামিক সোসাইটি অব লন্ডন'* প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি *'প্যান ইসলাম'* নামে একটি জার্নালও প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রভূমি থেকে প্রকাশিত *'প্যান ইসলাম'* জার্নালের মাধ্যমে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মুকাবিলায় তিনি ইসলামী সংস্কৃতির গৌরব এবং সভ্যতার উত্থানের পক্ষে কাজ করেন।

'প্যান ইসলামিক সোসাইটি অব লন্ডন' ১৯০৫ সালে আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর সংকলিত 'The Sayings of Muhammad (S)' নামে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীর একটি সংকলন প্রকাশ করে। বইটি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মধ্যে এতখানি প্রভাব ফেলে যে, বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের মৃত্যুর পর তাঁর ওভারকোটের পকেটে এ বইয়ের একখানা কপি পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

৩.৮. কুড়ি শতকের রাজনীতির মোড় পরিবর্তনে আফগানীর প্রভাব

১৯০৫ সালে ঢাকাকে কেন্দ্র করে মুসলিম মেজরিটি অধ্যুষিত *'পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ'* গঠনের ফলে বাংলার মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলামী স্বাতন্ত্র্য-চেতনায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই এ ইতিবাচক প্রশাসনিক পরিবর্তনকে বাংলার জনগণের উন্নতির সোপানরূপে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বর্ণহিন্দু জমিদার-উকিল-সাংবাদিক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট আন্দোলন ও তাদের সৃষ্ট *'যুগান্তর'* ও *'অনুশীলন সমিতি'* প্রভৃতি গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের মুখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ প্রদেশ রদ করা হয়।

৩.৮.১. আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর প্রতিক্রিয়া

নবগঠিত প্রদেশ রদের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদ ওঠে, সে ক্ষেত্রে সবচে সোচ্চার ছিলেন জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক কর্মীগণ। নতুন প্রদেশ রদ সম্পর্কে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্যান ইসলামী নেতা আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী বলেন :

> "If we are silent and less vocal, our silence is silence of anger and sorrow and not that of acquicense. In proportion to our devotion to the person on Throne of His Majesty is the intensity of our resentment at the cowardly device of pulling the announcement in the mouth of the King Emperor and thus muzzling us effectively." (Matiur Rahman : From Consultation to Confrontation", P-219; (মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, পৃ. ১৪৪-১৪৫)

৩.৮.২. মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্যান ইসলামী ভাবধারার প্রভাব

ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ গঠনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তাৎপর্যকে ধারণ করার জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের ১৯১০ সালের নাগপুর অধিবেশনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে 'আত্মনির্ভরশীলতা' বা Self Reliance অর্জনের দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ রদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্যান ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে 'স্বাধিকার আদায়ের' সংকল্প জোরদার হয়ে ওঠে।

প্যান ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তরুণ নেতাদের প্রভাবেই ১৯১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাকিপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সদ্যপ্রণীত গঠনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের (Self Government) দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯১৩ সালের ২২ মার্চ মুসলিম লীগের লাখনৌ অধিবেশনে তা অনুমোদিত হয়।

www.pathagar.com

এভাবেই নবগঠিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ রদের প্রতিক্রিয়ার পথ ধরে মুসলিম বঙ্গ ও মুসলিম ভারতের রাজনীতি স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর আপসকামী আবেদন-নিবেদনমূলক ধারা অতিক্রম করে জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তরুণ মুসলিম নেতৃত্বের অধীনে 'সক্রিয় রাজনীতি'তে পদার্পণ করে।

৩.৮.৩. শেরে বাংলা ফজলুল হক

১৯১৩ সালের ৪ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভার বাজেট বক্তৃতায় নওয়াব সলীমুল্লাহর রাজনৈতিক মানসপুত্র আবুল কাশেম ফজলুল হক পূর্বসুরীদের 'আবেদন নিবেদন ও করজোড়নীতি' অতিক্রম করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন, মুসলমানদের দাবি-দাওয়া পূরণে বারবার ব্যর্থ হলে ইংরেজ রাজশক্তিকে এজন্য খেসারত দিতে হবে। (J.H. Broomfield : Elite Conflict, P-64)

৩.৮.৪. জিহাদী-ফরায়েজী-তাইয়ুনীদের ওপর প্রভাব

বাংলাদেশসহ সর্বভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তা ১৮৭০ সাল থেকেই আফগানীর প্যান ইসলামী ভাবধারায় আপ্লুত হয়। ফলে জিহাদপন্থি ও ফরায়েজীপন্থিদের বিপ্লবী ধারা, স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর আপসকামী ধারা এবং কেরামত আলী জৈনপুরীর সনাতনী চিন্তাধারার মাঝে দূরত্ব কমে আসে। আফগানীর প্রভাবে বাংলার মুসলিম জাগরণের উষাকাল থেকেই মুসলিম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাবিদগণ সকলেই যুক্তভাবে কিংবা মুক্তভাবে প্যান ইসলামী আদর্শের প্রবক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

হিন্দু-মুসলমান রাজনীতির ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদের স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তা জিহাদপন্থি ও ফরায়েজীপন্থিদের বিপরীতে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের পথে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু আফগানীর প্যান ইসলামী চিন্তা ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের এ নীতিকে প্রবলভাবে আঘাত হানে। ভারতীয় মুসলমানদের উম্মাহ-চেতনা এবং উসমানীয় খিলাফতের প্রতি সহানুভূতি আফগানীর সংস্পর্শে এসে বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্যার সৈয়দের আপসনীতির বিপরীতে আফগানী দৃঢ়ভাবে মনে করতেন যে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে আপসের কোনো সম্ভাবনা নেই; বরং চূড়ান্ত পর্যায়ে সংঘাত অনিবার্য। আফগানী তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই এটা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৩.৯. ঐক্যচেতনা ও জাগরণের প্রতীক

আফগানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান প্রচারের সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর কুরআনকেন্দ্রিক ঐক্য ও আদর্শিক সংহতির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ইসলামকে অনুসরণ করার জন্য

www.pathagar.com

তিনি আহ্বান জানান। তিনি তাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করেন, উত্তরণের পথ প্রদর্শন করেন এবং এক্ষেত্রে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বকে তাদের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে কর্মতৎপর হতে তাকীদ দেন। বাংলাসহ মুসলিম ভারতে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে আফগানীর প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং কুড়ি শতকের সূচনায় এসে আফগানী তাদের ঐক্যচেতনা ও জাগরণপ্রয়াসের প্রতীকে পরিণত হন।

৩.১০. শিবলী নু'মানীর চিন্তাধারায় পরিবর্তন

উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিন্তানায়ক আল্লামা শিবলী নু'মানী (১৮৭৫-১৯১৪) ১৮৯০-এর দশক পর্যন্তও খিলাফত প্রশ্নে স্যার সৈয়দ আহমদের এ ধারণার সাথে একমত ছিলেন যে, প্রকৃত খিলাফতের ব্যাপারটি শুধু খুলাফা-ই-রাশেদার সাথেই সম্পর্কযুক্ত। তিনি ১৮৯৩ সালে কায়রোতে আফগানীর ঘনিষ্ঠ সাথী ও ভাবশিষ্য শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর শিবলী নু'মানীর চিন্তাধারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

মুসলমানগণ ভাষা ও অঞ্চল নির্বিশেষে বিশ্বাসের ভিত্তিতে এক ও অভিন্ন— এ চিন্তা দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়ে আফগানী মুসলমানদের মাঝে এক নতুন স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলেন। উপমহাদেশের খিলাফত আন্দোলন ও স্বাধিকার-স্বাতন্ত্র্যের লড়াই এবং অবশেষে স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুসলমানদেরকে ত্যাগ ও কুরবানীর পথে পরিচালিত করতে আফগানীর প্যান ইসলামী চিন্তা বিশেষ অবদান রাখে।

৩.১১. আফগানী উনিশ শতকের মুজাদ্দিদ : ইকবাল কুড়ি শতকের মুয়াজ্জিন

জামালউদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারা ইসলামী দুনিয়ার সামনে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন আল্লামা ইকবাল তাঁর অনুপম সৃষ্টিধারায়। আফগানী ছিলেন উনিশ শতকের মুজাদ্দিদ, আর ইকবাল ছিলেন সে বাণীর মুয়াজ্জিন। ইকবালের 'জাভিদনামা'য় আফগানীর *'উম্মাহ'* বা *'মিল্লাত'*-চেতনা চমৎকারভাবে ভাষা পেয়েছে। মওলানা রূমীর যবানীতে ইকবাল 'প্রাচ্যের যুগোত্তরণের পথিকৃৎ'রূপে অভিহিত করেছেন আফগানীকে। পাশ্চাত্যের গড়া ফাঁদে বন্দী *'অধর্ম আর ভূগোলের পীড়নে ক্ষত-বিক্ষত'* পৃথিবীর *'নিরাময় ও মুক্তির জন্য'* আফগানীর আহ্বান ফুটে ওঠেছে ইকবালের নিম্নোক্ত কালজয়ী কবিতাংশে :

"উঠ!
ছুড়ে ফেল এ বন্দী কারাগারের ঘেরাটোপ
ছড়িয়ে পড় মুক্ত বিশ্বে।
মুসলমানের কাছে সব দেশই তার স্বদেশ।
তার স্থান দেশাতীত।
যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও, ভেঙে দাও

www.pathagar.com

ইট আর পাথরের তৈরি পৃথিবীর সীমানা।
এসো, সবাই মিলে আমরা ধুয়ে ফেলি বস্তুতান্ত্রিকতার
ক্লেদাক্ত শরীর।"

কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে আফগানীর বাণীকে ইকবাল তাঁর কাব্যে উচ্চারণ করেছেন এভাবে :

"কুরআন হলো ধনিকের মৃত্যু পরোয়ানা
আর যারা সর্বহারা, দাস, কুরআন তাদের আশ্রয়।
.... এ পৃথিবী মানুষের, আর মানুষ একই পরিবারভুক্ত।"

৩.১১.১. ইকবালের মিল্লাতে ইসলামিয়া

কুরআনের আশ্রয়ে আফগানী সকল মানুষকে একই পরিবারভুক্ত দেখতে চেয়েছেন। ইকবালের *'মিল্লাতে ইসলামিয়া'*-ধারণা আফগানীর সেই ঐক্য চেতনারই নির্যাস। ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে ঐক্যের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইকবালের আহ্বান আফগানীর উনিশ শতকীয় প্যান ইসলাম আন্দোলনের বিশ শতকীয় বাণীরূপে উচ্চারিত। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, কুরআনী জীবনব্যবস্থার রূপায়ণ, মুসলিম সমাজ থেকে অনৈসলামী চিন্তা ও কর্ম তথা জাহেলী জীবনচর্চার মূল উৎপাটন, পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার অক্টোপাস থেকে মুক্তি, এসবই আফগানীর ভাবধারার মূল কথা। আর ইকবালের ১৯০৮ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তাঁর রচনাবলিতে এ সবই প্রধান বিষয় হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে।

ইকবালের ওপর আফগানীর অসামান্য প্রভাব সম্পর্কে *'বুদ্ধির মুক্তি'* আন্দোলনের নেতা কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) লিখেছেন :

"Of the modern Muslim thinkers, he (Iqbal) is indebted to Syed Jamal-ud-Din Afghani who flourished in the second half of the nineteenth century and tried to drive home in to the fallen Muslim world with the message of scientific outlook and political resurgence." (K.A. Wadud : Iqbal in Calcutta Review, Feb. 1949)

আফগানী সম্পর্কে ইকবাল

জামালউদ্দীন আফগানীর চিন্তার দ্বারা ইকবাল কতখানি প্রভাবিত ছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন মতামত থেকে জানা যায়। ১৯৩২ সালে আল্লামা ইকবাল তাঁর বন্ধু মোহাম্মদ আহসানের কাছে লেখা চিঠিতে জামালউদ্দীন আফগানী সম্পর্কে লিখেছেন :

"In modern terms, from my point of view, if any body is entitled to be called a Muzaddid, it is Jamaluddin Afghani ... infact (he) is the chief

www.pathagar.com

architect of the present day Renaissance of the Muslim world."

জওহরলাল নেহরুর কাছে লেখা এক চিঠিতে ইকবাল বলেন :

"... Yet no other man in our time has stirred the soul of Islam more deeply than he. His spirit is still working in the world of Islam and nobody knows where it will end." (Thoughts & Reflections of Iqbal)

আল্লামা ইকবাল তাঁর The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam নামক বিখ্যাত বইয়ে জামালউদ্দীন আফগানী সম্পর্কে লিখেছেন :

"The man .... who fully realized the importance and immensity of this task (i.e. of rethinking the whole system of Islam without completely breaking with the past), and whose deep insight into the meaning of the history of Muslim thought and life, combined with a broad vision engendered by his wide experience of men and manners would have made him a living link between the past and future, was Jamal-ud-Din Afghani. If his indefatigable but devided energy could have devoted itself entirely to Islam as a system of human belief and conduct, the world of Islam, intellectually speaking, would have been on a much more solid ground today." (The Reconstruction of Religious thoughts in Islam-1934; P-92)

৩.১২. ইকবালের অনুসারী কবিদের মাধ্যমে আফগানীর চিন্তার প্রকাশ

আল্লামা ইকবালের রচনা তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলার মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। ইকবালের কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা বিভিন্ন মাহফিলে-সমাবেশে কবিতা ও গানের সুরে বা বক্তৃতায় উদ্ধৃত হয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণও তাঁদের সাহিত্য-সাধনায় ইকবালের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হন। এভাবে ইকবালের কাব্যের মধ্য দিয়ে আফগানীর প্যান ইসলামী চেতনার সুর সর্বত্র ঝংকৃত হয়ে থাকে। কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, শাহাদাত হোসাইনসহ রেনেসাঁ যুগের কবিরা ইকবালকে অধিকতর আত্মস্থ করে জাতীয় জাগরণের বাণী প্রচার করেন। এভাবে প্রকৃতপক্ষে জামালউদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারাই এসব কবিদের প্রেরণার উৎসরূপে ভূমিকা পালন করে।

৩.১২.১. নজরুলের ওপর আফগানীর প্রভাব

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ওপর জামালউদ্দীন আফগানীর প্যান ইসলাম আন্দোলনের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছান্দসিক কবি

www.pathagar.com

আব্দুল কাদির লিখেছেন :

"প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে নজরুল যখন কলিকাতায় আসেন, তখন খেলাফত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া তাহার মনে পূর্ণভাবেই কার্যকরী হইয়াছিল। সেকালের বহু চিন্তাশীল মুসলমানের মতন নজরুলও তাই প্যান-ইসলামের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টভঙ্গি তাঁহার বহু রচনায় সুস্পষ্ট হইয়া আছে।...... অবশ্য এ কথা সত্য যে, খেলাফত যুগের বিশিষ্ট আবহাওয়ায় নজরুলের আবির্ভাব হইলেও খেলাফৎ-পরবর্তী যুগের চিন্তাসম্পদই তাহার রচিত সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য।"

[আব্দুল কাদির : নজরুল কাব্যলোক (প্রবন্ধ), কবি নজরুল, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৮৩; খোন্দকার সিরাজুল হক : মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪]

৩.১৩. কুড়ি শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামে আফগানীর প্রেরণা

জামালউদ্দীন আফগানীর আন্দোলনের ফলাফল মুসলিম জাহান ভোগ করেছে সমগ্র বিশ শতকব্যাপী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন মহাদেশে মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা লাভের পেছনে আফগানীর প্রভাব অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী উম্মাহ্-চেতনার বিস্তার, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন এবং শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা ও আইনব্যবস্থাসহ কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের ব্যাপারে যে দাবি ও প্রচেষ্টা, সেখানে আফগানীর চিন্তার প্রভাব লক্ষণীয়।

৩.১৪. মুতামার-রাবেতা-ওআইসি : আফগানীর স্বপ্নের ফসল

বিশ শতকে মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুসলিম উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ওআইসি প্রতিষ্ঠা। এর আগে মুতামার-ই-আলম আল-ইসলামী ও রাবেতায়ে আলম-আল-ইসলামীকে সামনে রেখে বিশ্বের ইসলামী চিন্তানায়কগণ যে স্বপ্ন দেখেছেন, 'ওআইসি' তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ শক্তি সংহত করা গেলে এবং সরকার ব্যবস্থাপনায় ইসলামী প্রতিনিধিত্ব জোরদার হলে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা মুসলিম উম্মাহর আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আরো সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

৩.১৫. শিক্ষার ইসলামীকরণে আফগানীর প্রভাব

শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামীকরণের ক্ষেত্রেও বিগত দশকগুলোতে মুসলিম উম্মাহ্ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ইরানের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। সৌদি আরবে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কায় উম্মুল কুরা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদে আল ইমাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করছে। মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সফলভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের সফলতার দৃষ্টান্ত।

৩.১৬. ইসলামী ব্যাংকিং ও আফগানীর ইজতিহাদ চেতনা

আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণে ইজতিহাদ পরিচালনার জন্য জামালউদ্দীন আফগানী উনিশ শতকে যে আহ্বান জানান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায় বিশ শতকের সত্তরের দশকে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা শুরুর মাধ্যমে। মুজতাহিদদের গবেষণা ও প্রায়োগিক ব্যাংকারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গত কয়েক দশকে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সম্প্রসারিত ও সংহত হয়েছে।

৩.১৭. প্রচারমাধ্যম

ইসলামের আহ্বান প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক ইসলামী বার্তাসংস্থা, ইসলামী টিভি চ্যানেল, বেতারকেন্দ্র, সংবাদপত্র প্রভৃতি কার্যকরভাবে পরিচালনার বিষয়ে ক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১৮. কুরআনের ছায়ায়

আধুনিক যুগের নানা জিজ্ঞাসা ও চাহিদা মুকাবিলার জন্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ এখন প্রায় সর্বত্রই দৃশ্যমান। মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক জাগরণের একটি আভাস ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মুকাবিলায় 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' বা সভ্যতার সংঘাত এবং 'ক্রস' ও 'ক্রিসেন্ট'-এর মধ্যকার পুরনো দ্বন্দ্বের বিষটিকেও সামনে আনার চেষ্টা করছে প্রতিপক্ষ।

মুসলমানগণ জামালউদ্দীন আফগানী এবং অন্যান্য পথিকৃৎ মনীষীদের চিন্তা ও আহ্বানকে সম্বল করে কুরআনের ছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হলে তাঁরা সফল হবেন সব ধরনের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায়। এ ব্যাপারে আল কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় খণ্ড) : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২. রেয়াজ অল দীন মাশহাদী অল-কোরেশী অল হিন্দী : মাশহাদী রচনাবলি, প্রথম খণ্ড (আবদুল কাদির সম্পাদিত); কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ডিসেম্বর ১৯৭০।

৩. মোহাম্মদ মতিওর রহমান : ঐতিহাসিক অভিধান; বাংলা একাডেমী, জুলাই ১৯৬৭।

৪. আবদুল মওদুদ : মুসলিম মনীষা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১।

৫. ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

৬. আনিসুজ্জামান : মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০); বাংলা একাডেমী, (১৯৬৯)।

৭. মুনতাসির মামুন : উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র; বাংলা একাডেমী, (১৮৮৫)।

৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা, ঢাকা, ১৯৯৩।

৯. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া : বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ; বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

১০. Aziz Ahmad : Islamic Modernism in India and Pakistan (1857-1964); Oxford University Press, 1967)

১১. ফাহমিদ-উর রহমান : ইকবাল মননে অন্বেষণে : আল্লামা ইকবাল সংসদ, ১৯৯৫।

১২. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান : আত্ম-অন্বেষায় বাঙালি মুসলমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ; বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫।

১৩. শাহজাহান মনির : বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০); বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩।

১৪. ডক্টর বদিউজ্জামান : ইসমাইল হোসেন সিরাজী– জীবন ও সাহিত্য; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮।

১৫. খোন্দকার সিরাজুল হক : মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

www.pathagar.com

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী
ও
জামালউদ্দীন আফগানী